মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী

স্মারক সংখ্যা ২০২০-২০২১

১৭ মার্চ ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে গণভবন চত্বরে কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, বয়স্কাউট ও গার্ল গাইডস্-এর শিশু-কিশোরদের আনন্দানুষ্ঠানে শিশুদের আদর করছেন

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **কাজী জেবুন্নেছা বেগম**
জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
শাহনাজ মালিক আহমেদ
প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
সাবিনা ফেরদৌস
নূরজাহান আরা বেগম
রিফাত আরা শাহানা
মাহমুদা আপন
সাবিনা বেগম

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর-২০২১

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

যোগাযোগের ঠিকানা
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৪৮৩১৫৫০১, ৪৮৩১৫৫৯২
ই-মেইল: bgguidesho@gmail.com
ওয়েবসাইট: girlguides.org.bd
ফেসবুক: facebook.com/bggaHQ

সম্পাদকীয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৭ মার্চ, ২০২০ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী।

১৭ মার্চ ১৯২০ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে তাঁর জন্ম। আমরা আজ স্বাধীন দেশে বাস করছি। পৃথিবীর মানচিত্রে এমন একটি দেশের মানচিত্র স্থান পেয়েছে যার জন্য লাখো মা বোনের সম্ভ্রম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যার বলিষ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ ৭১-এ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলো তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের অঙ্গীকার আমরা আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণকৃত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের গাইড সদস্য সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জোড়ালো ভূমিকা রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশার সাথে মুজিববর্ষের আরেক প্রত্যাশা, মুজিবের বাংলায় জাগ্রত হয়ে উঠুক বৈশ্বিক মানবসত্তা।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'মুজিব জন্ম শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা' প্রকাশের মাধ্যমে গার্ল গাইডের হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার ও গাইড সদস্যরা বঙ্গবন্ধুকে জানার প্রয়াস পাবে। এই আশা ব্যক্ত করি।

শাহ্নাজ মালিক আহ্মেদ
প্রকাশনা কমিশনার ও
সম্পাদক, গার্ল গাইডস্ বার্তা

জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম গাইড সদস্যদের নিয়ে গণপ্রজন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান

বঙ্গবন্ধু কর্ণারে হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার ও গাইড সদস্যদেরসহ জাতীয় কমিশনার

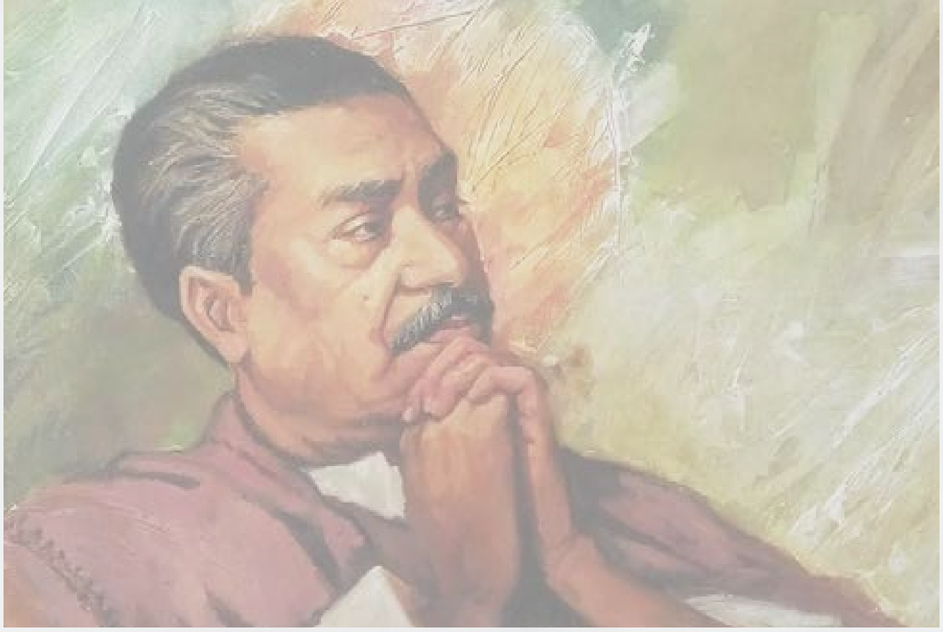

জাতীয় কমিশনারের বাণী

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও ১০টি অঞ্চল যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে এবং এ উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী' স্মারক সখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সায়েরা খাতুনের ঘর আলোকিত করে জন্ম গ্রহণ করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির শৃঙ্খল আবদ্ধ থেকে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে কালজয়ী ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হারানো আর ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। আবারো বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ দেশ গড়ার কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু ৭৫-এর ১৫ আগস্ট সৃষ্টি হলো জঘন্যতম হত্যার ইতিহাস। স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শত্রু আর ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে পরিবারের সদস্যসহ নিহত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের বাইরে অবস্থানের ফলে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দুই কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। ইতিহাস বড় নির্মম। দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়ে অনেক বছর পিছিয়ে গেল বাংলাদেশ।

পিছিয়ে পড়া বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যারপরনাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। চতুর্থ বারের মত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে বিশ্ব দরবারে নারী নেতৃত্বকে বিকশিত করেছেন। আজকের বালিকা, কিশোরী, তরুণী ও গাইড সদস্যদের কাছে তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণীয় ও প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। গণভবনে তাঁর জন্মদিনে আমন্ত্রিত গার্ল গাইডের হলদে পাখিরা তাঁকে স্কার্ফ পড়িয়ে গাইড পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলো। শুধু তাই নয় সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত শিশুদের প্রতিও বঙ্গবন্ধুর মমত্ববোধ ছিলো অসীম। এই মমত্ববোধ ও শিশুদের খুব ভালোবাসতেন বলেই প্রতিবছর ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবসকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের সকল অঞ্চল, জেলা, স্থানীয় এসোসিয়েশন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলদেপাখি, গাইড, রেঞ্জাররা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। সকল স্তরের গাইড সদস্যরা যথাযোগ্য মর্যাদায় বছরব্যাপী এই মহান দেশ প্রেমিকের জন্মশতবার্ষিকী পালন করে মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

মা বাবা আদর করে তাঁকে খোকা বলে ডাকতেন।
মানব দরদী নেতা খোকা থেকে হয়ে উঠেন বঙ্গবন্ধু।
মানুষের ভাগ্য বদলের নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

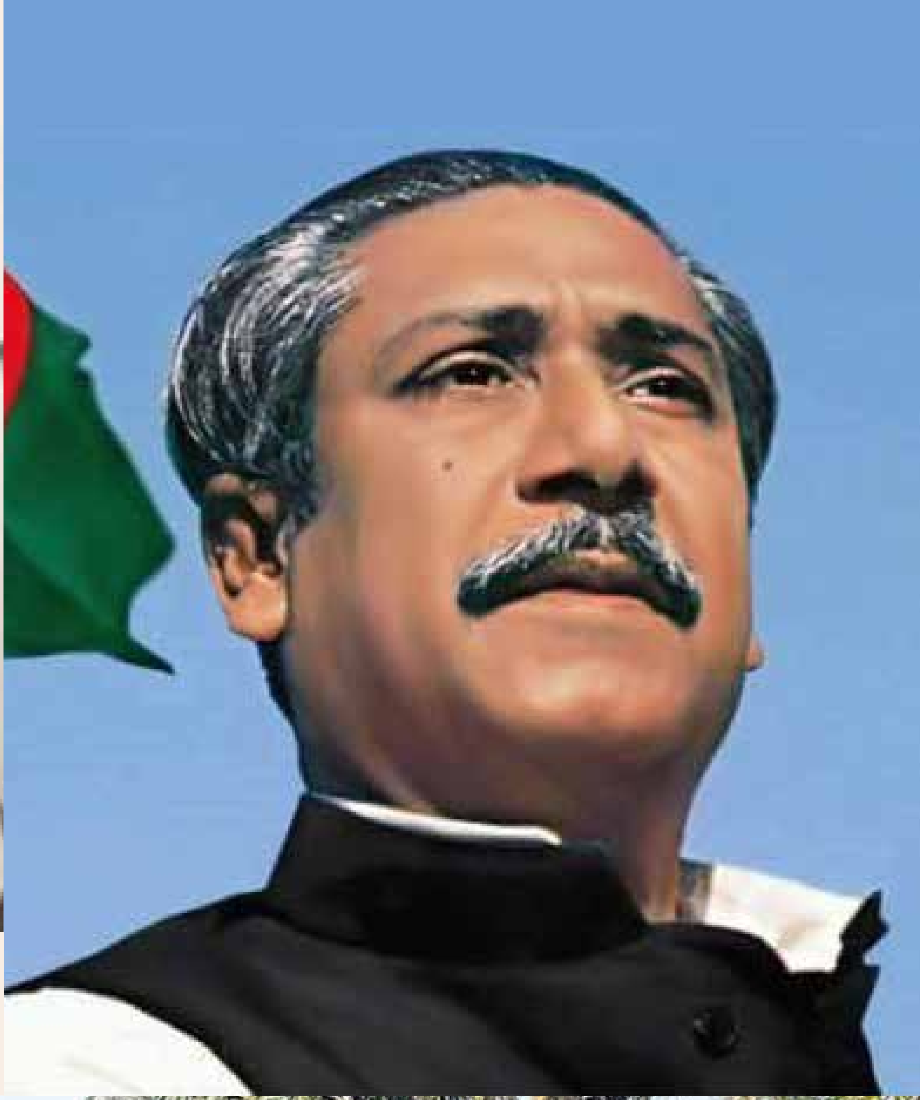

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এই বাড়িতেই কাটে বঙ্গবন্ধুর শৈশব,
বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা সায়েরা খাতুন-এর তিনি ছিলেন ৩য় সন্তান

জাতিসংঘে ভাষণরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমি জন্মদিন পালন করি না।
আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না।
এ দেশে মানুষের নিরাপত্তা নাই। আপনারা আমাদের জনগণের
অবস্থা জানেন। অন্যের খেয়ালে যে কোন মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে।
আমি জনগণেরই একজন, আমার জন্মদিনই কি, আর মৃত্যুদিনই কি?
আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু।"

- ১৭ মার্চ, ১৯৭১। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে জন্মদিনের শুভেচ্ছার জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

'আমি চিন্তা ভাবনা করে যে কাজটা করবো ঠিক করি তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয় সংশোধন করে নেই। কারণ যারা কাজ করে তাদের ভুল হতেই পারে। যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না'।

-অসমাপ্ত আত্মজীবনী

তোমরা আদর্শবান হবে, সৎ হবে, মনে রাখবা, মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে এই তার পণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

আদর্শের লড়াইয়ে কেউ কোনদিন পিছপা হতে পারে না, আর আদর্শের লড়াই হলো প্রকৃত লড়াই, লড়াইয়ে হারতে পারে না কখনোই, লড়াই করে জিতবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার

আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি, -কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিত এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সাথে ড. কুদরত-ই-খোদা আলোচনারত

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আলোকচিত্র

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ভাষণরত বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণের সময়কাল ছিলো দুপুর ২:৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৩:০৭ মিনিট পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত তাদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে "বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইউনেস্কো 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার-'এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তথ্যসূত্র : মাসিক পত্রিকা, নবারুণ।

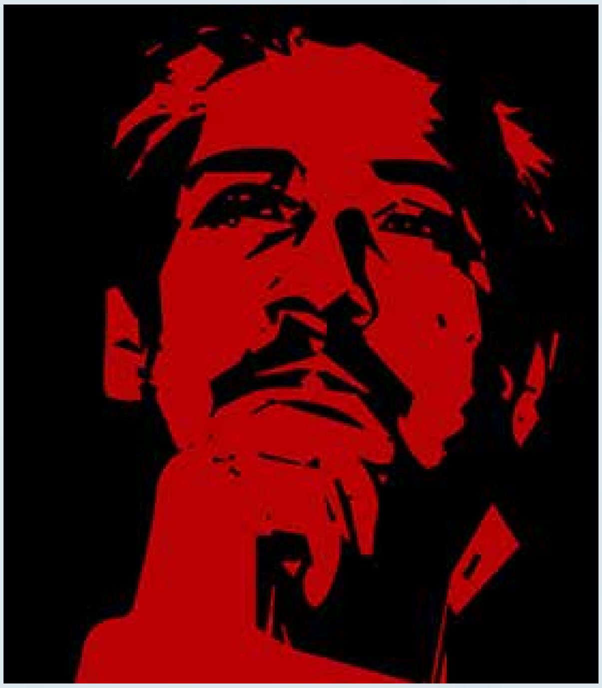

চিরঞ্জীব শেখ মুজিব

বেলা রাণী সরকার
হলদে পাখি কমিশনার

বাংলার মাটি বারি পেয়েছিল তাঁর পদচিহ্ন
বৃক্ষরাশি পক্ষীকূল শুনেছিল কণ্ঠস্বর
ধানক্ষেতে ফসলের মাঠে লেগেছিল হাতের স্পর্শ
শিশুরা পেয়েছিল অসীম স্নেহ মমতা
এক মহামানব জন্মেছিলেন এই সমতটে
বড়ো ভালবাসতেন তিনি বাংলাকে।
যার একটি আঙ্গুলী হেলনে
জীবন বাজী রেখেছে অকুতোভয় নরনারী
যার আহবানে সাড়া দিয়ে
প্রাণ দিয়েছে লাখো যুবা প্রবীণ কিশোরী
যার কবর খোড়া হয়েছিল লাহোর জেলখানায়
পাকিস্তানিরা বন্দি করেছিল ২৫ শে মার্চ রাতে,
তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি
চিরঞ্জীব, মহান হৃদয়ের নেতা
আমাদের জাতির পিতা।
যতদিন রবে বাংলার মাটি বায়ু জল
ততদিন তুমি থাকবে কোটি কোটি বাঙ্গালির হৃদয়ে
পিতা
তোমাকে শত কোটি সালাম।

শাশ্বত মুজিব

জান্নাতুল ফেরদৌস জেরিন, গাইড
উত্তরা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ

বঙ্গদেশের জাতির পিতা তুমি শেখ মুজিব,
এই মাটিতে সবার কাছে তুমিই চিরঞ্জিব।
এই বাংলার সবার তরে, নিজের জীবন তুচ্ছ করে,
এনে দিলে শান্তি সুখের প্রিয় স্বাধীনতা।
স্মৃতির পাতায় আছে লেখা মুজিব তোমার কথা।
জন্মভূমি-বঙ্গভূমি বাংলা আমার মা,
তুমি ছাড়া এই বাংলা আমরা পেতাম না।
দেশকে নিয়ে দেখতে তুমি স্বপ্ন নয়নভর,
এই বাংলা হবেই হবে সৌন্দর্য্য সাগর।
জীবন তোমার দিয়ে গেলে জনমানুষের তরে,
বাঙ্গালিরা তোমায় কভু ভুলতে নাহি পারে।
থাকব মোরা, লড়ব মোরা একসাথে বেচেঁ মরে,
জিতব মোরা তোমার সেই স্বপ্ন পূরনের তবে।

প্রিয় জাতির পিতা

পাপড়ী আক্তার ঋতু, গাইড
উত্তরা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ

মোদের প্রিয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।
মোদের পরিচয় লাল সবুজে পতাকার সম্মান।
১৯৭১ সালের সেই গৌরবময় চেতনা।
আজও মোরা কেও ভুলিতে পারি না।
মোরা আজ বাস করছি স্বাধীন দেশে।
স্বাধীনতার পিছনে একজন আছে। কে সে?
কত শত বীর সেনা আছে মাটির বুকে শুয়ে
মা, বোন, ভাই, বাবা কতো শত মানুষ লয়ে।
আমরা কি পেরেছি, আদরে ফিরিয়ে আনতে?
শুধু কেঁদেছে হাজার হাজার লক্ষ কোটি মা।
আজ এই দেশ হয়েছে স্বাধীন
হাসছি মোরা নিত্য দিন।
যার কারণে স্বাধীন হয়েছে এই দেশ,
তিনিই হলে মোদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
তিনি আমাদের জাতির পিতা, জাতির অবিসংবাদিত নেতা।
"আজও আছি সেই চেতনায়
তাইতো মোরা বাঙ্গালি আজ এত গৌরবময়"।

মুজিব মানে

মাহাবুবা আফরিন মেঘা, গাইড
উত্তরা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ

মুজিব মানে চেতনার রঙ্গে
লাল সবুজের পতাকা
মুজিব মানে লাখো শহিদের
রক্তে লেখা স্বাধীনতা।
মুজিব মানে দীপ্ত স্লোগান
মুজিব মানে প্রতিবাদ
মুজিব মানে মুক্তিযুদ্ধ
মুজিব মানে অধিকার।
মুজিব মানে বাংলা ভাষা
মুজিব মানে বাঙ্গালি
মুজিব মানে এগিয়ে চলা
স্বাধীন ভাষায় কথা বলা,
মুজিব মানে মানচিত্র
বঙ্গবন্ধু তুমিইতো বাংলাদেশ।

মুজিব

মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার জেসমিন, সহকারি শিক্ষিকা
নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

'মুজিব' নামটি' উচ্চারিত হলে-
চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার ফোয়ারা ছোটে,
পাপিয়া গেয়ে উঠে গান।
'মুজিব' নামটি উচ্চারিত হলে-
মিছিলে আগুন জ্বলে উঠে'
নিঃশেষে হয় অন্যায়, শোষণ।
'মুজিব' নামটি উচ্চারিত হলে-
ভালোবাসার গোলাপ ফোটে,
মানুষে মানুষে হয় মহামিলন।

'মুজিব' নামটি উচ্চারিত হলে-
ক্রমাগত স্বপ্নেরা জোটে,
চির নিস্পৃহ সত্ত্বায়ও জাগে প্রাণ।
'মুজিব' এক অনবদ্য উচ্চারিত সত্যের নাম।
মনে, মননে ও চেতনায় তাই,
তাঁর সত্ত্বাকেই করি ধারণ।

মুজিব

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া, গাইডার
বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা

মুজিব মানে যুক্তি
মুজিব মানে মুক্তি
মুজিব মানে লাখো বাঙালির
দেশ গড়ার চুক্তি।

মুজিব মানে দুঃখী মায়ের ঠোঁটের কোনে হাসি
মুজিব মানে কৃষক কিষাণির স্বপ্ন রাশি রাশি।
মুজিব মানে জয় বাংলা
নেই যেখানে ভয়
মুজিব মানে বীর বাঙালির
স্বপ্ন পূরণ হয়।
মুজিব মানে নীল আকাশ
আর সবুজ শ্যামল বাংলা
মুজিব মানে নদী মাতৃক
আমার সোনার বাংলা।
মুজিব মানে শাপলা শালুক
আর কলমী ফুলের দেশ
মুজিব মানে রসে ভরা
আম কাঁঠালের দেশ।
মুজিব মানে ক্যানভাসে
শিশুর আঁকা ছবি
মুজিব মানে পূব আকাশে
ভোরের প্রথম রবি।
মুজিব মানে জাতির পিতা
প্রতিবাদের খড়গ
মুজিব মানে রক্তে রক্তে
বাঙালির গর্ব।
মুজিব মানে বজ্রকণ্ঠ
৭১-এর শক্তি
মুজিব মানে সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।
মুজিব মানে বীর বাঙালি
স্বাধীনচেতা প্রাণ,
মুজিব মানে মানচিত্র
যেথায় বাঙালির স্থান।
মুজিব মানে একটি নাম
সৃষ্টিকর্তার অমূল্য দান,
আবার মুজিব আসুক ফিরে
সোনার বাংলার প্রতি ঘরে।

বঙ্গবন্ধু ও আজকের বাংলাদেশ

অন্তিকা জান্নাত
বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

যে মানুষটির জন্ম না হলে, বাঙালি জাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যেত, স্বাধীন জাতির পরিচয় নিয়ে কোনও দিনও মাথা তুলতে পারতো না, হয়তো লাল সবুজের ঐ একান্ত নিজস্ব পতাকাটা আজ উড়তো না। আজ হয়তো "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটা সকল বাঙালীর হৃদয় কম্পিত করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে উচ্চারিত হতো না, বাংলাদেশ বলে মানচিত্রে কোন দেশের অস্তিত্বই থাকতো না, সেই মানুষটিই বঙ্গবন্ধু। বাঙালি জাতির স্থপতি, স্বাধীনতার মহানায়ক, যার ইস্পাত কঠিন মনোবলের সামনে ভেঙ্গে পড়েছিলো পাকিস্তানের সকল প্রতিরোধ। যার জনপ্রিয়তার সামনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল সকল ষড়যন্ত্র। যার বজ্র কন্ঠের আহ্বানে মুছে গিয়েছিল জাত-ধর্মের ভেদাভেদ। যার কোমল কঠোরে মেশানো ব্যক্তিত্বের সামনে ধূলোয় মিশে গিয়েছিল বঞ্চনার ইতিহাস। যার আকর্ষণে হাজার লক্ষ মানুষ দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য, মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে হাসতে হাসতে বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল। ৭১ এর যুদ্ধের মূল প্রেরণা তো তিনিই। তারপর বাংলাদেশে বিধ্বস্ত প্রাঙ্গণ দেখলেন। তখনো বাতাসে লাশের গন্ধ। হাত দিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে। একে একে সংবিধান প্রণয়ন, শিক্ষানীতি, পাঁচসালার পরিকল্পনা নিয়ে যখন তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন সোনার বাংলা গড়ার কাজে তখনই স্বাধীনতা বিরোধী, বিপথগামী, উচ্চাভিলাষী কিছু সেনা সদস্যের মধ্যে খুনিসত্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খুব ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে খুন করে । ঘটায় ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মঘাতী জঘন্যতম রক্তপাত। বিদেশে থাকায় বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তারপর বহু উত্থান পতন গেছে এদেশের রাজনীতিতে। বারেবারে হোঁচট খেয়েছে গণতন্ত্র, আবার মাথা তুলে দাড়িয়েছে। এখন সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে শেখ হাসিনা সরকার দেশকে তুলে এনেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত হচ্ছে "মুজিব বর্ষ" যার ব্যাপ্তিকাল ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। এর জন্য ২৯৬টি পরিকল্পনা সম্বলিত মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সব দেশে ১০০টি করে চারা রোপণ করা হবে। নির্মিত হবে চলচ্চিত্র, স্মারক নোট ও বই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হবে বঙ্গবন্ধু চেয়ার। মাদাম তুসোর জাদুঘরে বসবে বঙ্গবন্ধুর মোমের মূর্তি। প্রচলিত হবে বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। পথ নাটক ও চিত্রকলা প্রর্দশনী হবে। মুজিব মেলার আয়োজন করা হবে। সংসদে বিশেষ অধিবেশন বসবে। বিভিন্ন দেশে হবে কনসার্ট ও আলোচনা। ১৯৭৫ এ খুনি চক্র তাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। সেদিন মধ্য রাতের অন্ধকারে সিড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত সবার অলক্ষ্যে বলেছিল মুছতে চাইলেই কি মোছা যায়? বঙ্গবন্ধুই যে বাংলাদেশ। আজ শুধুই বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে তার বন্দনা। তাঁর আজীবনের স্বপ্ন ছিলো সোনার বাংলা। আসুন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তাবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী

ইসরাত জাহান ইভা, গাইড
উত্তরা গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, রাত আট ঘটিকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম- খোকা। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। তিনি আদালতের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। স্পষ্টভাষী ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি শেখ লুৎপর রহমানের তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। তার মায়ের নাম সায়েরা বেগম। শিশুকাল থেকে শেখ মুজিব পিতার আদর্শেই গড়ে উঠেছিলেন। গ্রাম বাংলার আর দশটা গ্রামের মতই পাখি ডাকা ছায়াঘেরা গ্রামের মাটিতে, প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেশেই কেটেছে শেখ মুজিবের ছেলেবেলার দিনগুলো। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এক কথায় বলতে হয়, শেখ মুজিব ছিলেন মাতৃভক্ত সন্তান। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন গীমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক স্কুলে। গৃহশিক্ষক ছিল শাখাওয়াতুল্লাহ। ছেলেবেলা থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। দুঃখীর দুঃখ দেখলে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। শৈশব থেকেই তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করতেন দুঃখীর দুঃখ মোচনের। শেখ মুজিব যখন ৭ম শ্রেণির ছাত্র, বয়স চৌদ্দ, হঠাৎ তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। নানা রকম চিকিৎসা করা হলো। তবুও তার রোগ উপশম হয় না। ফলে পড়াশোনায় দারুন ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো। এমনিভাবে ৪টি বছর কেটে গেলো। শেষে আঠারো বছর বয়সে ১৯৩৯ সালে আবার ভর্তি হলেন ৮ম শ্রেণিতে। এমন সময় ঘঠলো এক অঘটন। বিরুদ্ধবাদীদের চক্রে পড়ে জীবনের প্রথম পুলিশের হাতে বন্দি হয়ে সাতদিনের জন্য জেলে যেতে হয়। সাতদিনের এই কারাজীবন কিশোর শেখ মুজিবের প্রতিবাদী মনোবলকে আরও দৃঢ় করে দিল। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইস-লামিয়া কলেজ থেকে আই.এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি.এ পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বচিত হন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৩ সাল থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিমলীগ শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেলায় দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার দায়িত্ব অর্পন করে। এভাবে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে তাঁর পদার্পণ ঘটে। এভাবে তাঁর ডাকে সকলে সাড়া দেয় এবং ১৯৭০ সালের নির্বচনে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। তারপর তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ, যার জন্য আজ বাঙ্গালি স্বাধীন। শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন। তিনি বাংলাদেশে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়তে উদ্যত হলেন। কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের উন্নতির ঘাটি গাড়ছিলেন, তখনই বাংলার দুশমন যারা বাঙ্গালি হয়েও বাঙ্গালি নামে কলঙ্ক ছিল, তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করা এবং শহীদ পরিবার ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাসহ কোটি মানুষকে পুনবার্সিত করে যখন তিনি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই ঘাতকের দল তাকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। হত্যা করলেই কোটি মানুষের হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা যাবে না। শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অভিন্ন, যিনি বিশ্ব নেতা।

‘১২ নভেম্বর, ১৯৭০ উপকূলীয় অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু ও নারী উন্নয়ন

প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
অধ্যক্ষ, ইডেন মহিলা কলেজ (অব:)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আপষহীন নেতৃত্ব, দুর্লভ সাংগঠনিক নৈপূণ্য, অপরিসীম সাহস আর দূরদর্শিতার ফলেই এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। আজ আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র এবং দলমত নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে বসবাস করছি গর্বিত এক জাতি হিসেবে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে তাঁর বহুমুখী সংগ্রামী জীবন, কর্ম, চিন্তা-চেতনা এবং নিখাদ দেশপ্রেম ধ্রুবতারার মত অম্লান মহিমায় ভাস্কর।

গাইড বোনেরা, হিমাদ্রিতুল্য এই মহান নেতা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন এটাইতো স্বাভাবিক। নারীর ক্ষমতায়ন বা নারী উন্নয়ন কথাটির অর্থ কী? নারী উন্নয়ন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী রাষ্ট্রের সর্বস্তরে, রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন কি নিজের, সমাজে ও পরিবারে সম্মানের সাথে নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানে স্বাধীনভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। তাই নারী উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজ তথা রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও উন্নয়নের সাথে নারী ও পুরুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বঙ্গবন্ধু "নারী-উন্নয়ন" কথাটির গুরুত্ব অনুধাবন করবার ফলেই তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী উন্নয়ন তথা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল বিধান রাখা হয়েছে। যেমন জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ শিরোনামে, অনুচ্ছেদ ১০ এ বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। আবার অনুচ্ছেদ ২৮ এ বলা হয়েছে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন থেকে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম লাভের পর রাষ্ট্রিয় ও সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয়। পাশাপাশি নারী উন্নয়নে বিশ্বাসী জাতির পিতা জাতীয় সংসদের সাধারন আসনে প্রতিদন্দ্বিতা করবার সুযোগসহ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন। ফলে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা রাষ্ট্রিয়ভাবে শুরু হয়।

আমরা জানি, শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে আসার লক্ষ্যে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তদারকিতে। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন এমন পরিবারের নারীদের জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরই পথ ধরে পরে সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার যোগ্যতা সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ে, অধিদপ্তর ও সায়ত্ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির ১০ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত করে। সুতরাং বর্তমানে নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ২০১৯ সাল পর্যন্ত নারীর যে সফলতা, অগ্রগতি তার ভিত্তিটি গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু যে ভূমিকা রেখেছিলেন নিঃসন্দেহে তা অবিস্মরণীয়।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন শব্দ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। বিশেষত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন। আর এর জন্য দরকার নারী শিক্ষা। সুতরাং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারী-পুরুষ সকলের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এরই পথ ধরে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সার্বজনীন শিক্ষা নীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ও সফলতা আজ ছেলেদের চেয়ে বেশী।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহনকারী নারীকে অনেক আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাহস পায় নারীরা। ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বলা থাকায় নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের বিরাট সুযোগ আসে।

নারী উন্নয়নের অরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের তৃনমূল পর্যায়ের মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে তাদেরকে সংযুক্ত করবার বিধান করা হয়। পরবর্তীকালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন নারী

সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং নারীর উন্নয়নে গৃহিত এই পদক্ষেপ একটি বিরাট অর্জন বলা যায়। একই সংগে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

গাইড বোনেরা ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমাদের যে সমস্ত মা-বোনেরা নির্যাতিত হয়ে অপরিসীম মানসিক ও সামাজিক যন্ত্রণায় পড়েছিলেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এই সমস্ত নারীদের **'বিরাঙ্গনা'** উপাধি দিয়ে অনেকের বিয়েরও ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য বিয়ের রেজিস্ট্রির সময় ফরমে পিতার নামের জায়গায় তিনি জোড়াল ভাবে বলেন পিতার নাম লিখ শেখ মুজিবুর রহমান, ঠিকানা: ৩২ নাম্বার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা। একই সংগে ১৯৭২ সালে দুস্থ ও শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গঠিত হয় **বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা**। ১৯৭৪ সালে নারী পুর্নবাসনের স্বপক্ষে আইন প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে **নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন** গঠিত হয়। এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম কাজ ছিল নির্যাতিত নারীদের সন্তান সংগ্রহ করা, তাদের লালন পালন করা এবং বিদেশে দত্তক হিসেবে প্রদান করা। এই সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা, নওশোভা আহমেদ, মালেকা খান, বেগম বদরুন্নেসা প্রমুখ।

বোনেরা, আমাদের গাইড সদস্যদের জন্য জাতির পিতার রয়েছে অতুলনীয় তড়িৎ পদক্ষেপ। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি গার্ল গাইডস্ এর যাত্রা পথের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৩ সালের ৩১ নাম্বার আইন বলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন মেয়েদের জন্য শিক্ষাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠানরূপে স্বিকৃতি পায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এর নাম ছিল পাকিস্তান গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন।

বঙ্গবন্ধু সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে প্রথম এই এসোসিয়েশনের দায়িত্ব দেন। সুতরাং সাজেদা চৌধুরী আমাদের প্রথম জাতীয় কমিশনার মেয়াদ কাল (১৯৭৩-১৯৭৬)। বর্তমানে সাজেদা চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উপনেতা।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে বলতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী উন্নয়নের যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের চেষ্টায় নারীর সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচু স্তরে পৌছাতে পেরেছে। আজ বিচার বিভাগে নারী বিচারপতি, সংসদে নারী স্পীকার, সংসদে নারী উপনেতা, বিরোধী দলীয় নেতা ছাড়াও সচিব, রাষ্ট্রদূত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনারসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা আজ দায়িত্ব পালন করছে। শুধু তাই নয়, খেলাধুলার বিভিন্ন অঙ্গন ছাড়াও সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে আজ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। বিগত বছরে এভারেস্টও জয় করেছেন নারীরা।

সুতরাং মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক নারীর চলার পথকে অরো মসৃন করে নারী উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এক নতুন পৃথিবীর জন্ম দেবে এবং একই সংগে নারীর সৃজনী, মেধা, মনন ও কর্মপ্রতিভায় উদ্ভাসিত হবে পরিবার, সমাজ ও আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। নিরাপদ হবে আমাদের আগামী প্রজন্ম।

'বঙ্গবন্ধু- লও সালাম'

রওশন ইসলাম
আঞ্চলিক কমিশনার, রাজধানী অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

সময় এগিয়ে যায় - তার নিজস্ব গতিতে।

সেই ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলিতে বন্ধুর পথে এগিয়ে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে এক সংগ্রামী নেতা- শেখ মুজিবর রহমান। মহান নেতার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি হচ্ছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু** শেখ মুজিবর রহমান ।

স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে অদম্য ভূমিকা পালন করেছিলেন । বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে দেখার সুন্দর সুযোগ পেয়েছিলাম ১৯৭৪ এ কেন্দ্রিয় কচি কাঁচার আসর আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ সরকারি কলোনিতে বেড়ে ওঠা আমার শৈশব। কচি কাঁচার জেলা সংগঠক গোলাম মোস্তফা ভাইয়ের নেতৃত্বে বড় বোন রিফাত আরা

শাহানা ও কলোনির অন্যন্য আপাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল আগ্রাবাদ ভোরের পাখি কচি কাঁচার মেলা। তার প্রতিনিধি হয়ে আমার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা শিবির' ৭৪ এ যা ১৫ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হয়েছিল। কৃতজ্ঞতা কচি কাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠাতা রোকুনুজ্জামান খান (দাদাভাই) এর প্রতি। সেদিনের সেই আমি ভোরের পাখি কচি কাঁচার মেলায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম বলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে দুরদর্শী, প্রজ্ঞাবান সেই নেতাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষা শিবিরে নির্ধারিত ও উপস্থিত বক্তৃতা, ড্রাম্বেল, ব্রতচারী, লুসাই কাঠিনৃত্যসহ অনেক কিছু শিখেছিলাম। আর শিবিরে একটা দিন ছিল শিশু-কিশোর সমাবেশ। যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান শিশু কিশোরদের সাথে সময় কাটাবেন। ব্রতচারী নৃত্যে অংশ নিয়েছিলাম- চল কোদাল চালাই, ভুলে মনের বালাই। মার্চ পাস্টে যখন আমাদের দল এগিয়ে যাচ্ছিল, অপলকনেত্রে তাকিয়ে দেখছিলাম, সালাম গ্রহণ করছেন- অতি সাধারণ বাঙালির শ্বাশত পোষাক পায়জামা, পাঞ্জাবি সঙ্গে কালো মুজিব কোর্ট আর কালো ফ্রেমের চশমা পরিহিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশ্বের বুকে যাঁর নেতৃত্বে সবুজের পটভূমিকায় লাল সূর্য খচিত পতাকা সম্বলিত স্বাধীন সার্বভৌম যে বাংলাদেশ রচিত হয়েছে সেই অকুতোভয় নেতাকে দেখছি একেবারে সামনা-সামনি! চোখের দৃষ্টিকে ফেরাতে পারছিলাম না-চোখ ফেরালে যদি মিস করি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান- 'লও সালাম'। আমি ধন্য! জন্ম আমার স্বার্থক - একটিবারের জন্য হলেও দেখতে পেরেছি ১৯৪৭ - ১৯৭১ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ১৯৬৬ সালের ৬দফা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি জাতির নেতাকে । সুকান্তের একটা কবিতার লাইন আমার মনে ভেসে উঠছে "দেশ প্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের পশ্চাতে"।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের প্রধান নিবার্হী হিসেবে চরম দুর্যোগ ও প্রতিকূলতার মাঝে যিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনা করেছেন, দেশের মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন - সেই মহিয়সী নেতাকে আমার হৃদয়ের অর্ঘ দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুক্তি সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব পালন করেছে। আপন করে নিয়েছে শিশু থেকে শুরু করে আপামর জনগণকে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের শুরু নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলন দিয়ে- তারপর অর্থনৈতিক মুক্তি। জনগনের জন্য অকৃত্রিম দরদ, সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার অবস্থান, ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের জন্য গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রধান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক পলকের দেখা জীবনের অনেক স্মৃতির মাঝে সর্বোত্তম একটা স্মৃতি- প্রাঞ্জল এক মুহূর্ত!

জীবনের অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে - কিন্তু সেই সুন্দর চিরন্তন সত্য, সুন্দর স্মৃতি আজও মনে দাগ কেটে আছে। চোখ বুজলে আজও পরিস্কার দেখতে পাই, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে-মুজিব কোর্ট পরিহিত চোখে কালো চশমা সুস্বাস্থ্যের সুঠাম দেহের অধিকারী বঙ্গবন্ধুকে । যিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ও দীক্ষিত করেছেন, বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে ক্ষুধা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছেন, শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান - 'লও সালাম'। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা তুমি রবে আমাদের অন্তরে সময়ের পরিক্রমায় যুগের পর যুগ। কানে আজও বাজে যিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে অসহযোগ আন্দলনের ডাক দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ঐ সংগ্রামের জন্য তিনি জনগণকে 'যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেন'। জাতি হিসেবে বাঙালি মর্যাদা পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, তাঁর আদর্শকে ধারণ করে সুন্দর আগামী দিনের চর্চায় নিবিষ্ট হোক আমাদের মন-মানসিকতা। সব আঁধার কেটে নূতন সূর্য ঝলসে উঠুক আগামী প্রজন্মকে সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দেবার জন্য বঙ্গবন্ধুর সেই বাক্যগুলো আমরা মনে গেঁথে নেই- গড়ে তুমি আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

আশিস তোমার শ্রাবণ ধারায়

ড. মারুফী খান
প্রাক্তন ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

বাংলাদেশে কেউ বেড়াতে এলে আমি তাকে প্রশ্ন করি "তুমি কি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িটি দেখেছো? ঢুকেছো ভিতরে? আমার চিন্তায় এখানে না এলে বাংলাদেশকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যে মানুষ ইতিহাস সন্ধান করে সত্যের আলোটাকে দেখতে চায় তার জন্য বত্রিশ নম্বরের বাড়ি এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

৭৫ এর পর এ বাড়ি নিরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক আকাশ ভরা তারার আলো একে দিয়েছে উষ্ণতা, ভরা শ্রাবনের ধারা একে স্নাত করেছে আপন সিক্ততায়। ইতিহাস ক্ষয় হয় না-কারণ প্রাচীনত্বের উপরই ইতিহাস পায় শক্ত ভীত। দিন বদলের পালায় ব্যক্তি মানুষের সুখ ভোগ দীর্ঘ হয় বটে কিন্তু ইতিহাস পায় তার রসদ।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর কাছেই যে ফোয়ারাটি শোভা বর্ধন করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ছিল দীর্ঘ এক বৃক্ষ যার গায়ে লতিয়ে ছিল নাগলিঙ্গম ফুলে বাহারী রঙের ফুলের শরীর। আবেশে-আকুল করা ঐ পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াতে হত শুক্রবার নয়টা বাজতে দশ মিনিটে। ভিভা ভোক্সেল এ (খুব সম্ভব নীল রঙ) ট্রাফিক পাড় হচ্ছেন তিনি, জানালার পাশে সৌম্য, পুরুষের মুখ। সযত্নে আয়াসে সুরক্ষিত পাইপটি। মনে হতো যেন, "বাশের বাঁশরী"।

সেদিন তাঁর জন্য অসংখ্য পুলিশের পোঁ পোঁ শব্দ ছিল না; সামনে পিছনে গাড়ীর বহর ছিল না। একশত গজ দূরে বন্দুকধারী শাস্ত্রীদের পাহারা ছিল না। নিঃশ্বাস নিতে নিতেই জাতির পিতাকে খুব কাছ থেকে হাত নাড়ার স্পর্ধা ছিল, চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা ছড়িয়ে তাঁকে আমাদেরই একজন ভাববার অধিকার ছিল।

যে অধিকার খর্ব হয়েছে। তিনি ভূলুণ্ঠিত হয়েছেন। আমরা তাঁর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। একজন হাসি-খুশি-বিশাল হৃদয়ের মানুষ যিনি আমার স্বপ্নের বাগানে পায়চারী করেন আজো-যিনি কিংবদন্তীর নায়ক আমাদের পুরুষোত্তম পিতঃ তাঁকে আমরা আপন অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশেও রক্ষা করতে পারিনি- এ অপমান, এ লজ্জা আমাদের ঢাকবার জায়গা কোথায়?

রাজনীতির কুয়াশা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর। কঠিন সময়ের চাপ শরীরে মননে মজ্জায়। শুধু এক অপপ্রচারের জোয়ার। দেশকে ভালোবাসার নামে অশান্ত সময়ের বীজকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে লালন করা, মিথ্যের বেসাতি করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত, বিব্রত করার এক মহোৎসব চতুর্দিকে। হঠাৎ ঘেরাও ইত্যাদি ইত্যাদি বলে কেবলই স্থিতি পেতে চাওয়া পরিবেশকে দুমড়ে মুচড়ে না দিলেও ফাটলের সৃষ্টি করে দেওয়া। এই কি আমরা চেয়েছি?

ইতিহাসকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয় না উপাদানই ইতিহাস হয়ে যায়। আমাদের দেশ জাতি কোন উপাদান এ প্রাচীন নক্সা সৃষ্টি করছে। এরপরেও বিশ্বাস থাকে আমরা বিসপিল পথ হেঁটে হেঁটে এগিয়ে এসেছি প্রবেশ করেছি এক নতুন শতাব্দিতে। পুরোনোর দেনাভার বয়ে শতাব্দির নতুন ঠাঁই হয়েছে মানব জাতির। আর কেন রক্তক্ষয় আর কেন দীর্ঘশ্বাস।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় চলতে চলতে দেখি দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ সবুজের এত বিন্যাস-চোখে না দেখলে বিশ্বাসের নয়- সবুজাভ, নীলাভ, হলুদে মেশা সে সবুজ নয়ন করে তৃপ্ত আমার প্রাণ বেদনায়, উচ্ছ্বাসে ধ্বনিত হয়– আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এবং হে আমাদের পিতা-তোমার বাংলা আজ ফসলের সম্ভারে নুয়ে আছে,শুয়ে আছে প্রশস্ত বুক পেতে।

অনন্ত হাহাকার থেকে এখন আমাদের মুক্তির কাল উপলব্ধির সময়। নদীর বুকে জেগে ওঠা চর, কিংবা পাড় ভেঙ্গে নেওয়া স্রোতের মাতম খরা আর প্লাবণ এসব নিয়েই বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকা বিশ্বাসহীনতা এবং বিশ্বস্ততাকে অবলম্বন করে। তবুও বেঁচে থাকা। শ্বাস নেওয়া কারণ বত্রিশ নম্বরের ঐ দোতলা বাড়িটির কাছেই এক বাড়ি মানুষের কাছে আমাদের কথা দেয়া ছিল। ঋণের দায়ভার বুকের মধ্যে কাঠ ঠোকরা অবিরাম শব্দ তুলতে তুলতে ক্লান্ত হয়ে যায়-আমরা নতুন করে স্মৃতি হাতড়ে তুলে আনি শপথের অঙ্গিকার।

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারায় ধুয়ে যায় আকাশ, প্লাবিত জনপদ। আমরা নতজানু পিতার সম্মুখে। পিতা ইতিহাস, পিতা অহংকার, পিতা উষ্ণ হৃদয়ের কোমলতাপূর্ণ আর্শীবাদ শ্রাবণের অযুত ধারার মত বর্ষিত দেশবাসীর মাথায়। সন্তানের জন্য মঙ্গল কামনা তার সতত প্রবাহিত। আমরা বারবার ভুল করি এবং পিতা বারবার তার ক্ষমায় স্নাত করেন বঙ্গ সন্তানদের, এখানেই পিতা হন মহান, অতুলনীয়।

পঁচাত্তরের পনের আগস্ট ও রোকেয়া হল

সেলিনা চৌধুরী, জেলা গাইড কমিশনার
মোহাম্মদপুর গাইড জেলা ও
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল হাউজ টিউটর, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘড়িতে এলার্মের শব্দে ঘুম ভাঙলো। সকাল সাড়ে ছয়টা। প্রতিদিনের অভ্যাসমত রেডিও অন করে বাথরুমে ঢুকেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে আজ এক বিশেষ দিন। রাষ্ট্রপতি চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পন করবেন। সেই আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে :

১। সকাল ১০:০০ টায় রাষ্ট্রপতির আগমন।
২। সিনেট সিন্ডিকেটের সদস্য, ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।
৩। শহীদ শিক্ষকদের মাজার জেয়ারত।
৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ পরিদর্শন।
৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।
৬। বেলা ১১:০০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক সমাবেশে তাঁর বক্তৃতা প্রদান, তাঁকে সবংর্ধনা জ্ঞাপন ও উপহার প্রদান।
তাঁর সঙ্গে থাকবেন- উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী ও শিক্ষামন্ত্রী ড. মোজফ্ফর আহামদ চৌধুরী। উপহার সামগ্রীর মধ্যে

থাকবে ২"১" রৌপ্য নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন মনোগ্রামের প্রতীক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকাবলি, রবীন্দ্র রচনাবলির কিয়দংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা ও ক্রেস্ট।

সারারাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলেছে প্রস্তুতি পর্বের শেষ আঁচড়। রোকেয়া হলের ছাত্রীরা শৈল্পিক সুষমায় বরণডালা সাজিয়েছে। মূল অনুষ্ঠানে (T.S.C) যাওয়ার পথে হল গেটে দাঁড়িয়ে ছাত্রীরা রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবে। সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সাজ সাজ রব। নানান প্রসাধনের আভরণে বিশ্ববিদ্যালয় সেজেছে নববধূর সাজে। উপাচার্য বোস প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী কয়েকদিন ধরে মহাব্যস্ত। বিভিন্ন কমিটি তাদের নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বপ্নে বিভোর। এই আয়োজনে রোকেয়া হলও থেমে নেই। হল প্রাধ্যক্ষ ড. নীলিমা ইব্রাহিম হাউজ টিউটর ও ছাত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্মসূচি ঠিক করেছেন। সুতরাং আমরা অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হয়ে সকাল থেকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত হবো।

উৎকণ্ঠ হয়ে আছি সকাল ৭:০০টায় বাংলাদেশ বেতারে প্রাত কালীন প্রচারিত সংবাদের জন্য। কিন্তু এ কি, তার পরিবর্তে কোরান তেলাওয়াত চলছে। এর পর শুনি কী যেন ঘোষণা হচ্ছে। ভালোভাবে কান পাতি, শুনতে পাই শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। সকাল থেকে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। থেমে থেমে এই ঘোষণা চলতে থাকলো। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বলে কী? এ কি বিশ্বাস্য। আমি ও আমার সহকর্মী রুমমেট অপলক তাকিয়ে আছি পরস্পরের দিকে। মুখে কোন ভাষা নেই। হাউজ টিউটর হিসেবে নতুন নিয়োগ পেয়েছি আমরা। ছাত্রীদের মাঝে একটি কক্ষে আমরা দুজন থাকি। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করি। প্রয়োজন বোধে সিনিয়রদের বা প্রাধ্যক্ষের সাথে আলোচনা করি। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সারা হলে ছাত্রীরা দিশেহারাভাবে ছোটাছুটি করছে, কিন্তু কোন হৈচৈ নেই, বিপন্ন বিষাদে স্তব্ধ সব। ছোট ছোট জটলা, নানা প্রশ্ন, কিন্তু এসবের উত্তর কারো জানা নেই। সময় গড়াচ্ছে, ঘরে শুয়ে আছি নিঃসাড়ভাবে। হঠাৎ দারোয়ান আসলো ছুটতে ছুটতে, হাঁফাচ্ছে সে-আপা হলে আর্মি এসেছে, তারা হলে ঢুকতে চাচ্ছে। বুঝলাম এদেরকে ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে রওনা হলাম। ইতোমধ্যে তারা বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। প্রধান ভবন ও গেটের মাঝামাঝি এসে তারা থামলো। তাদের পিছনে প্রবেশ করলো আর্টিলারি ডিভিশনের দুটি ট্যাঙ্ক। সৈনিকদের কালো ইউনিফর্ম ও রুক্ষ চেহারায় ছাত্রীরা খুব ভয় পাচ্ছিলো। অফিসার তিনজন নিজ পরিচয় দিলেন, আমি মেজর অমুক, আমি মেজর অমুক। আমরা ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমরা তিন হাউজ টিউটর ও প্রায় ৪/৫শত ছাত্রীর জমায়েত। কারফিউর মধ্যেও ২/৩শত ছাত্র জনতা গেটের উপরে ও দেয়ালের উপরে মুখ বের করে আতঙ্কিত মুখে উঁকি মারছে। বললাম, হ্যাঁ বলুন, তবে তার আগে অনুগ্রহ করে সৈনিকদের বাইরে যেতে বলুন। দেখছেন ছাত্রীরা কী রকম ভয় পাচ্ছে। তারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের গেটের বাইরে যেয়ে অপেক্ষা করতে বললো। একজন মেজর বক্তৃতা শুরু করলো, বোনেরা আমার, আমরা মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছি। অন্যায়, অত্যাচার ও দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছি। আপনারা নিশ্চয় আমাদেরকে সমর্থন করছেন। এই পরিস্থিতিতে আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অতীতের সামরিক বাহিনীর মত কোন অত্যাচার আপনাদের উপর হবে না। আপনারা নির্ভয় হোন। সে দিন ছিলো শুক্রবার, জুম্মার আযান হচ্ছিলো। তাই থামলো। বাকি বক্তব্য আযান শেষে শেষ করে তারা বিদায় নিয়ে হলগেটের দিকে এগুলো। হল প্রাধ্যক্ষ নীলিমা আপা এতক্ষণে দ্বিধাদ্বন্দ কাটিয়ে উনার কোয়ার্টার থেকে বক্তব্যস্থলে আসছিলেন। পথে তাদের সঙ্গে দেখা। সম্ভাষণ বিনিময় করে তারা বেরিয়ে গেল।

ঘটনা-২, ৭৫-এর রাত

সন্ধ্যায় রোকেয়া হলের দিঘি সদৃশ পদ্মপুকুরের পাড়ে বসে আতঙ্কিত ছাত্রীরা নানান জল্পনা করছিলো। রাত নেমেছে। আজকের ঘটনার কোন বিস্তৃত বিবরণ বা তথ্য সংবাদপত্র বা বাংলাদেশ বেতার পরিবেশন করেনি। সান্ধ্য আইনের ফলে খবর সংগ্রহ বা বিতরণ করা যাচ্ছেনা। সবাই চিন্তিত। হঠাৎ সব স্তব্ধতা ভেদ করে এক ছাত্রী আর্তনাদ করে উঠলো। অন্যরা ভীত সন্ত্রস্তভাবে ছুটাছুটি করতে থাকলো। কী হলো, কী হলো, খোঁজ নিয়ে জানা গেল এক ছাত্রীকে সাপে কেটেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা চল্লো। জানলাম সাপটি বিষাক্ত নয় ঢোঁড়া সাপ। তারপরো ভয় কমে না। কোন ঝুঁকি নেয়া যায় না। ছাত্রীটিকে হাসপাতালে নেয়া দরকার। কারফিউ চলছে। কারফিউ পাস নেই। কী করা যায়? নীলিমা আপা বাংলাদেশ টেলিভিশনে ফোন করে কারফিউ পাসধারী গাড়ি জোগাড় করলেন। মেডিকেল হাসপাতালে গেলাম। থমথমে রাত, নিস্তব্ধ হাসপাতাল। লোকজন শব্দহীন ভাবে চলাচল করছে। ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। সতর্কতা দেখে মনে হলো বিপদ বোধ হয় ঘারের কাছে ওৎপেতে বসে আছে। একটু বেচাল হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে। পরিচিত দুই সাংবাদিকের দেখা পেলাম। তাদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির খবর জানতে চাইলাম। দিশেহারাভাবে তারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির মর্মান্তিক নিষ্ঠুর ঘটনার বর্ণনা দিল। দোতলার সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে আছে। তাঁর সেই বিখ্যাত তর্জনীটি স্থানচ্যুত। পরিবারের কেউ বোধহয় বেঁচে নেই। আহত আত্মীয়রা হাসপাতালে রয়েছেন। তাদেরকে দেখতে সাংবাদিকদের আগমন। ঘটনার ১৪/১৫ ঘণ্টা পর এই প্রথম কিছু সঠিক তথ্য জানতে পারলাম। ৭৫ থেকে ২০২০ দীর্ঘ ৪৫ বছর কেটে গেছে। সেই স্মৃতি, সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, বিভিষিকা আজো ভুলতে পেরেছি কি? না পারিনি। প্রতি বছর ভাবি কিছু বলবো, কিন্তু বলা হয় না। সময় থমকে যায়। হৃদয় সুগভীর বেদনায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আশঙ্কামুক্ত ছাত্রীকে নিয়ে ফিরছি, আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হলো- কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমগ্র আকাশ, সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর, শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিতসূর, দেশপ্রেমিকের এই করুণ পরিণতি কীভাবে মেনে নেই ? চার বছর বয়সী বাংলাদেশে বহুবার এইভাবে কত দেশপ্রেমিক গুপ্ত হত্যায়, ফাঁসিতে বা বিচারের প্রহসনে আত্মহুতি দিলো। এসব দেখে কী মনে হয় ? আমরা কি সভ্য জাতি? একটি গণতান্ত্রিক দেশে কি বাস করছি!

শেখ মুজিবুর রহমান
এক লড়াকু সৈনিকের নাম

রিফাত আরা শাহানা, সদস্য
জনসংযোগ, প্রচার ও প্রকাশনা সাব কমিটি

শেখ মুজিব এক লড়াকু সংগ্রামী বাঙালি সৈনিক। বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি। তিনিই বঙ্গকে ভালবেসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। বাংলাদেশের জন্যে অকৃত্রিম ভাললাগা ভালবাসা বারে বারেই জড়িয়েছে তাকে কারা বরণের মতো কষ্টকর অভিজ্ঞাতায়। টুঙ্গিপাড়ার একটি বনেদী পরিবার শেখ পরিবার। এই পরিবারের পূর্ব পুরুষ শেখ আউয়াল ১৪৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইরাক থেকে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ:) এর সঙ্গে এই পাক-ভারত উপমহাদেশের বঙ্গীয় এলাকায় আগমণ করেন এবং চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করেন। শেখ আউয়াল দীর্ঘদিন এখানে থেকে হজ্জব্রত পালন করতে মক্কাশরীফ চলে যাবার পর তাঁর উত্তর পুরুষেরা টুঙ্গিপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘরে জন্ম নিলো একটি সন্তান। তাঁর নামই রাখা হলো খোকা। এই খোকাই পরবর্তীকালে হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তারা ছিলেন দুভাই ও দুবোন। এই খোকার প্রিয় ছিল সাঁতার কাটা এবং পশুপাখি পোষা। বানর ও কুকুর ছিল তাঁর প্রিয়। খোকা ছিলেন ছিপছিপে একহারা কিন্তু ফুটবল খেলা তার প্রিয়। কৈশোরেই পারিবারিক কারণে তাকে বিয়ে করতে হয়। শেখ মুজিবর রহমান ১৯৪২ সালে এন্ট্রাস ও ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধীনস্থ ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এ সময়ই শুরু হয় তাঁর রাজনীতির অধ্যায়।

অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি চিরদিনই সরব ছিলেন। দেশের দরিদ্র জনগণের জন্যে তার মমত্ববোধ চিরদিনই ছিল। একবার এই মুজিব নিজের পোশাক ও ছাতা গরিব একটি ছেলেকে দিয়ে এলে তার বাবা মা তাকে কিছুই বলেননি।

বঙ্গবন্ধুর শৈশব কেটেছিল প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য সুষমায়। পাখির কিচির মিচির তাকে ভাবুক করে তুলতো। কৈশোরে এই মুজিব (খোকা) খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। খেলাধুলা, গান ও ব্রতচারী চর্চা ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। এই দুরন্ত কিশোর এর যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স বারো/তেরো বছর কনের বয়স তখন তিন বছর। কনের ডাক নাম রেনু। রেনু মা-বাবা হারা এতিম অনাথ শিশু, তাদের বাড়িতেই থাকতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে। ব্রিটিশ রাজ্যের হাতকে শক্তিশালী করার কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে এ দাঙ্গা। এ সময়ে শেখ মুজিব হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে সাহায্য করেছেন।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভারতের বিভক্তি ঘটলো। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে জুন ঢাকার গোলাপবাগান নামক একটি বাড়িতে গঠিত হয়, একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল। এ যেন একটি ইতিহাস। প্রতিষ্ঠা কালে দলটির নাম নির্ধারণ করা হয়েছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। আওয়ামী লীগের এই ইতিহাসের সাথে যুক্ত রয়েছেন; শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আতাউর রহমান, তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনছুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মনি, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞাসহ আরও অনেকে। ৭০ বছর আওয়ামী লীগকে টিকতে হয়েছে সংগ্রাম, আন্দোলন, যুদ্ধ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং জনগনের সমর্থন নিয়ে।

পাক-ভারত উপমহাদেশ ভেঙ্গে হলো পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারত। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি শেখ মুজিব সহ ১৮ সামরিক বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হলো। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানি শাসকদের মানুষ হত্যা, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে জেগে উঠে পূর্ব পাকিস্তান। তখন একজন নেতা, এক স্বর- আমরা মাতৃভাষা বাংলা চাই। চাই স্বাধীন স্বদেশ বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভোট হয়। সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভোটে শেখ মুজিবর রহমান বিজয়ী হন কিন্তু তখন পাকিস্তানের ভোট ভূট্টো তা স্বীকার করেন না। শুরু হলো অসন্তোষ সংগ্রাম। ৭০-এর নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে নির্যাতন। সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগনকে হত্যা করতে থাকে। এ সময়ই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে পাড়ি জমায়। যার যা আছে তাই নিয়ে সংগ্রাম করে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে শুরু করে। এতো কিছুর পরও বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারলো না।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করেছে পথে প্রান্তরে। যার যা আছে তাই নিয়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। মাতৃভাষার জন্যে একটিই দেশ পৃথিবীতে এতো রক্ত দিয়েছে। এদেশের মানুষ বিজয় দেখেছে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে। নেতা শেখ মুজিবুর তখন জেলে ছিলেন। পাকিস্তানে সামরিক জান্তা তাকে পাকিস্তানিদের কারাগারে আটকে রাখে। একদিন বাঙালির একাত্মতা পাকিস্তানি আর শেখ মুজিবকে আটকে রাখতে পারলো না, ছাড়তে বাধ্য হলো। বাঙালি পেলো তার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু কিছু বিপর্যস্ত বিপথগামী, সেই নেতাকেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নৃশংসভাবে তার পুরো পরিবারসহ ধ্বংস করে। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দুবোন তখন ব্রাসেলসে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনভর বাংলা ভাষা, বাংলার দরিদ্র মানুষ এবং একটি স্বাধীন স্বদেশ এর জন্যে যুদ্ধ করেছেন।

সারাটি জীবন তিনি লড়াই করে গেছেন এদেশের মানুষের জন্যে। আজ মানুষ তার একশত বছর পূর্তি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ত্যঁরই অমর কীর্তির ইতিহাস। বাংলার মানুষ আজও ভালবাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

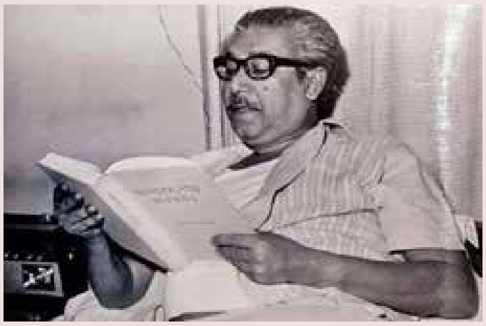

<u>সহায়ক গ্রন্থ :-</u>

১. স্বাধীনতা যুদ্ধ- দলিল পত্র, তথ্য মন্ত্রণালয়।
২. বাংলা নামে দেশ - কলকাতা, ভারত।
৩. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ- ড: রফিকুল ইসলাম।
৪. ছোটদের বঙ্গবন্ধু- শেখ মুজিবর রহমান ।
- খালেক বিন জয়েন উদ্দীন।

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু, রাজনীতির কবি ও শতবর্ষী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান

সাবরীনা শারমীন
জেলা গাইড কমিশনার, রাজশাহী অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

ইতিহাস আজীবন কথা বলে। ইতিহাস মানুষকে ভাবায় ও তাড়িত করে। প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে ইতিহাসে পরিণত হয়। ইতিহাসের কিংবদন্তীর নেতা, অবিসংবাদিত নেতা, প্রেরণার বাতিঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রাণের মাঝে জীবন্ত ইতিহাস যা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়ার প্রতিটি মানুষের জীবনবোধে চিন্তা চেতনায় মননে মানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাঙালি জাতির পিতা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান নায়ক, রূপকার, বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামের বংশীবাদক। তিনি বাঙালি জাতির মানসপটে 'বঙ্গবন্ধু' নামে এক বিশাল অলংকৃত আসনে সমাসীন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ও সামরিক শাসক শোষনের বলয় ভাঙাঁর সংগ্রামে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি সফল গণঅভ্যুত্থানের অনবদ্য নেতৃত্ব দেবার স্বীকৃতি হিসেবে এদেশের ছাত্র জনতা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসুর ভিপি এবং বর্তমানে আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য বর্ষীয়ান জননেতা জনাব তোফায়েল আহ্মেদ প্রথম ঐ সমাবেশে উচ্চারণ করেন, যে বঙ্গ থেকেই এ তার ভূবন জোড়া পরিচয়, নামের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি যেমন সরল ও সহজবোধ্য তেমনই আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের আদিনাম 'বঙ্গ'। 'বঙ্গ' ও ' বঙ্গে' যারা বাস করে তিনি তাদের প্রাণের বন্ধু। অকৃত্রিম যোগসূত্রে গাঁথা এই সম্পর্ক। এই উপাধী তাঁর চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য সবকিছুর সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বৈশিষ্টের মুকুট মাথায় নিয়েই বাঙালির মনের মনিকৌঠায় সর্বদা শ্রেষ্ঠ নায়ক।

আজ আমাদের বঙ্গবন্ধু সেই বঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছেন বিশ্ববন্ধুতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বৈশ্বিক কুটনীতিকরা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুকে এ আখ্যা দেওয়া হয়। সভায় কুটনীতিকগণ অত্যাচারিত মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলে মন্তব্য করেন। একই সংগে অত্যাচারিত মানুষদের জন্য তাঁর সংগ্রাম ও অবদানের জন্য তাঁকে 'ফ্রেন্ডস অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জাতিসংঘের এ সভায় বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ্য করা হয়।

'বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমার বড় শক্তি, আর আমার বড় দূর্বলতাও এটা যে আমি তাদের অনেক বেশী ভালোবাসি'

এই সভায় কিউবার রাষ্ট্রদূত আনা সিলভিয়া রদ্রিগেজ আবাসকাল তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিউবার দেয়া অকুণ্ঠ কুটনৈতিক সমর্থনের কথা তুলে ধরেন নির্যাতনের পক্ষে ও মানবাধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর অনন্য অসাধারণ নেতৃত্ব, প্রচেষ্টা ও সাহসের কথা বলতে গিয়ে তিনি ১৯৭৩ সালে কিউবার মহান নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতি উল্লেখ্য করেন।

'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি'
তাই হিমালয় দেখার সাধ আর আমার নেই'-ফিদেল কাস্ত্রো।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনভাবে বাঁচার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশ্বমানচিত্রে লাল সবুজের পতাকার স্থান করে দিয়েছেন ও বাংলাদেশ নামে সবুজ ছায়াঘেরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঠিকানা নিশ্চিত করেছেন। তিনি তো বিশ্ববন্ধু হবেনই।

বিশ্ব রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক যে সব নেতা দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূমিকায় রাখতেন যেমন কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো, ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমা, মিশরের নাসের, যুগোস্লোভিয়ার মার্শাল টিটো, এই নেতৃবৃন্দের নামে বঙ্গবন্ধু গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্ব ছিল অগ্রগণ্য। কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "বিশ্ব আজ ২ ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে" বিশ্বের যেখানেই ভূরাজনীতি ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র দেখা দিয়েছে সেখানেই বঙ্গবন্ধু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রাখতেন। ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু তীব্র নিন্দা জানান। মিসর ও সিরিয়ায় ১ লাখ পাউন্ড চা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আরব সমস্যা সমাধানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা মার্শাল টিটো ও বুমোদিনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আরব ইসরাইল যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ চিকিৎসক দল প্রেরণ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় বাংলাদেশকে বিশ্ব সংগঠন জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করাতে সক্ষম হন। এছাড়াও কমনওয়েলথ সদস্য, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য ও ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য পদ লাভ করে বাংলাদেশে।

কিংবদন্তির এ নেতা বাঙালি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ আর তার জনগনকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসে গেছেন। ভালোবেসেছেন বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে, সংগ্রাম করেছেন অসাম্প্রদায়িক এক সম্প্রীতি ও শান্তির বিশ্ব গড়তে। একারনেই তিনি আজ বঙ্গবন্ধু থেকে 'বিশ্ববন্ধু'।

একটি ভাষণ একটি সাহিত্য, একটি শৈল্পিক কাজের জীবন্ত দলিল হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ, যে ভাষণের মাঝে ছিল তেজস্বীতা, দৃঢ়তা, সম্মোহনী শক্তি, দুরদর্শিতা, যা একটি পরাধীন নির্যাতিত, পথহারা এক জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। সে ভাষণ সবুজের উপরে একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্রের নীচে একিভূত করেছিল একটি জাতিকে। ৬ দফা দাবি যদি হয় স্বাধীনতার বীজ রোপন, ৭ই মার্চের ভাষণ হলো সেই বীজের মন্ত্রণা। যে মন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাঙালি স্বাধীনতার জন্য নিজের প্রাণ ও সম্ভ্রম বাজি রাখতে কিঞ্চিত কুণ্ঠাবোধ করেনি। জনসভায় উপস্থিত বিদ্রোহী জনতা লাঠি ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে উত্তপ্ত শ্লোগানে মুখর ছিলো। রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু যখন মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চারণ করলেন। "ভায়েরা আমার" লাখো মানুষের সমাবেশে নেমে এসেছিল পিনপতন নিরবতা ১৮ মিনিট ধরে ১১০৫ শব্দে বাঙালি জাতির পথ বাতলে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ গ্রহণের দরাজ দিলে ভরাট গলায় সেই শৈল্পিক শব্দ চয়ন। "মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এই ঐতিহাসিক ভাষণ মানবজাতির মূল্যবান ও ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৭ সালে ইউনেস্কো এ ভাষণ কে মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করে ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল প্রকাশিত নিউজউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনৈতিক কবি' হিসাবে অ্যাখ্যা দিয়ে যে মন্তব্যটি উপস্থাপন করেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছিল এরকম "মুজিব মৌলিক চিন্তার অধিকারী বলে ভান করেন না, তিনি একজন রাজনীতির কবি, প্রকৌশলী নন। শিল্প প্রকৌশলের প্রতি উৎসাহের পরিবর্তে শিল্পকলার প্রতি ঝোঁক বাঙালিদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কাজেই সকল শ্রেণি ও আদর্শের অনুসারীদের একতাবদ্ধ করার জন্য সম্ভবত তাঁর 'স্টাইল' সবচেয়ে বেশি উপযোগী ছিল।" এ প্রসংগে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ৭ মার্চের ভাষণকে এক অনবদ্য কবিতা এবং বঙ্গবন্ধুকে মহাকবি হিসেবে ভূষিত করার অবারিত যুক্তি রয়েছে। এজন্যই বঙ্গবন্ধু বিশ্বপরিমন্ডলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এক অসাধারণ মহাগ্রন্থে। নিষ্পেষিত স্বপ্নহীন মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল তার সেই মহাকাব্য। তাইতো মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন

'সাহিত্যের কবি নজরুল
রাজনীতির কবি শেখ মুজিব'

এই বঙ্গবন্ধু তথা বিশ্ববন্ধু আমাদের রাজনীতির কবির নামটির সাথে মিশে আছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার পলল ভূমির পরিচয়। হিমালয়ের বিশালতা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাঙালির মনের মনিকোঠায়। এই সাগর কন্যা বঙ্গভূমির বাঙালি জাতির প্রানের মাঝে তিনি ১৬ কোটি মানুষের প্রেরণার বাতিঘর। তাঁর প্রশস্ত বুকে ছিলো অসীম সাহস, ছিলো পাহাড়ের মত দৃঢ় প্রত্যয়। শোষিত বঞ্চিত মানুষের ব্যথিত হৃদয় তাঁকে নাড়া দিত কেঁদে উঠতো তাঁর মন। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে এই দেশের আকাশ, বাতাস, মাটি, মানুষ ও সমাজের উত্থান, পতন, নবজাগরণ ও স্বাধীনতা ইত্যাদির ইতিবৃত্ত বলতে গেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সর্বাগ্রে ও সর্বত্র স্মরণ করতে হয়। আবার শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তাঁর জীবন ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, আকাশ, বাতাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কালচার সবকিছুই সামনে পিছনে এসে ভীড় করে। তাইতো বলা হয়

'বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ'

তরুণ রাজনৈতিক কর্মী শেখ মুজিবুর রহমান থেকে আজকের ১৭ কোটি মানুষের মানসপটের বঙ্গবন্ধুর জীবন এর বর্ণাঢ্য ইতিহাস বর্ণনা করলে দেখা যায় পাকিস্তানি আন্দোলনে যোগদান তারপর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর মনে যুগপৎ হতাশা ও স্বপ্ন তৈরি করেছিল।

বঙ্গবন্ধু বরাবরই আত্ম প্রত্যয়ী কখনও হালছাড়ার পাত্র নন। দুটি বিষয় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মুসলিম লীগ বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্মানের উপযুক্ত দল নয়। ফলে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সামনে রেখে ১৯৪৯ সালেই জোতদার উমেদারদের প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী দলটি থেকে বের হয়ে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি জনগণের মুসলীম লীগ বা আওয়ামী মুসলীগ লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর আমাদের সামনে আসে ৫২ এর তাঁর ভূমিকা বর্ণাঢ্য ইতিহাস। ৫২ এর ঘটনাবলির পরে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রদেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগ পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এর পর তিনি আওয়ামী মুসলীগ লীগকে পুরোপুরি সেকুল্যার গণতান্ত্রিক দলে পরিণত করলেন। ৬০ এর দশকে সারা বিশ্বের মতো এদেশের ছাত্র তরুন শিল্পী সাহিত্যিক শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বামপন্থার ঝোক বেড়েছিল। শোষণ, বঞ্চনা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও সর্ব সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এই ধারাতে যে রাজনীতি তার সংগে বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পর আসে ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর স্বাধীনতার আন্দোলন। এর পরই আসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সূর্যদয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন বাঙালি নিজ দেশে মাথা উচু করে বিকশিত হতে পারে। বাংলাদেশের তথা বিশ্বের ইতিহাসের অমর পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর অদম্য সাহস, পরিশ্রমী চরিত্র, কঠিন আত্মবিশ্বাস, কঠোর আত্মত্যাগ, সাংগাঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা মানুষের আপন জন হওয়ার ও তাদের বিশ্বাস উৎপাদনের পারাঙ্গমতা এসবই তাকে রাজনৈতিক কর্মী থেকে জননায়কে রূপান্তরিত করেছিল। তিনি নিজের বাঙালি সত্ত্বার উন্মোচন করেছিলেন। দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। সেই সত্তার জাগরণ ঘটিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বদেশভূমিকে গড়ে তুলেছিলেন, তাইতো বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ, বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন সগৌরবে দেদীপ্যমান হয়ে নবীন-প্রবীণ সবার অন্তরে। চোখের সামনে তিনি না থাকলেও তিনি আছেন সবার অন্তরে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর সুবিশাল জীবন, হিমালয়সম দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, এর অধিকারী। আজ মুজিব বর্ষে এই ক্ষণজন্মা শতবর্ষী নেতার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসায় সিক্ত হলদেপাখি

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল মায়ের কাছে যাব বলে কাঁদছিলো। বাবা, মা ও ভাইদের লাশ দেখিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুনিরা ৭৫ এর ১৫ আগস্ট তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যুদ্ধাহত একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলছেন- (১৯৭২)

হলদেপাখিদের আদর করছেন বঙ্গবন্ধু

হলদেপাখিদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু

হলদেপাখি বঙ্গবন্ধুকে স্কার্ফ পরিয়ে দিচ্ছে

হলদেপাখিদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু

‘বঙ্গবন্ধু’ ক্ষণিকের দেখা

সাবিনা বেগম
জনসংযোগ, প্রচার ও প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

বঙ্গবন্ধু মানে একটি জাতি, একটি যুদ্ধ, পৃথিবীর বুকে একটি মানচিত্র, সর্বোপরি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যার নাম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তারপরও মনের জাগ্রত ইচ্ছেটাকে কিছুতেই অবদমিত করা যাচ্ছে না। কারণ সেই অনেক ছোট বেলায় বঙ্গবন্ধুকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছাড়া এদেশে আর কোন রাষ্ট্রনায়ককে বঙ্গবন্ধুর মত করে ভাবতে পারিনি বা পারবো না।

১৯৭২ সালে তখনো স্কুলে ভর্তি হওয়ার ভাগ্য কপালে জোটেনি। কারণ যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চালু করার চেষ্টা চলছে। আমি ক্লাস ওয়ান, টু পড়ার সুযোগ পাইনি। আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছে ক্লাস থ্রি থেকে। শেরে বাংলা নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে)। ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছি। সম্ভবত সেটা ১৯৭৪ সালের কথা। সে যাই হোক। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃহত্তর নারীগোষ্ঠিকে দেশ গড়ার কাজে উৎসাহিত করার জন্যই বোধ করি বঙ্গবন্ধুর ঐ জনসভার অয়োজন।

আমার শৈশবের সোনালি দিনগুলো কেটেছে শেরে বাংলা নগরে। বিশাল স্মৃতির ভাণ্ডার জড়িয়ে আছে ঐ নগর জুরে। বঙ্গবন্ধুর সময়ের তৎকালীন প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ। উনারা তখন কলাবাগান থাকতেন। তাঁর স্ত্রী নুরুন্নাহার সামাদ আজাদ (আমার মেজ বোনের ফুফু শ্বাশুড়ী) কলা বাগান মাদার্স ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় শেরে বাংলা নগরের মায়েদের কলাবাগান মাদার্স ক্লাবের সদস্য করে দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে আমার মা ছিলেন কলাবাগান মাদার্স ক্লাবের সদস্য। সে সময় শেরে বাংলা নগর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আমার মেজ বোনের বান্ধবী শিরিন আপার আম্মা। উনাকে আমরা খালাম্মা বলে সম্বোধন করতাম। উনারা ছিলেন জি টাইপের বাসিন্দা। তারিখটা আমার মনে নেই তবে খালাম্মার আহবানে সাড়া দিয়ে শেরে বাংলা নগরের মায়েরা আর কলাবাগান মাদার্স ক্লাবের সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর ডাকা সেই জনসভায় গিয়েছিলেন এবং আমি আমার মায়ের হাত ধরে সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলাম।

সকাল থেকেই সাজ সাজ রব বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে যাব। ভিতরে ভিতরে খুব উৎফুল্ল হচ্ছি। মায়েরা দুপুরের রান্নার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরেছেন। কারণ বেলা ২.০০টার মধ্যে সবাই জড়ো হবেন জি টাইপে খালাম্মার (শিরিন আপার আম্মা) বাসার সামনে। সেখান থেকে পাকা মার্কেটের সামনে অপেক্ষারত বাসে করে রেসকোর্স ময়দানে যাওয়া হবে যেখান থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন। দুপুরে খালাম্মারা জড়ো হলেন জি টাইপের খালাম্মার বাসার সামনে। আমার বড় বোন (লাকী আপা), মেজ বোন (লুসি আপা) আর তাদের বান্ধবীরাও এই দলে সামিল ছিলো। ঘর থেকে খালাম্মা চিৎকার করে বলছেন, আপনারা পাকা মার্কেটের সামনে দাঁড়ানো বাসে গিয়া উঠেন। সবাই বাসে গিয়ে উঠলেন। আমি আম্মার পাশে বসলাম। খালাম্মা আসার পর বাস ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে খালাম্মা স্লোগান ধরলেন জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। খালাম্মার সাথে সবাই স্লোগান ধরলেন। বাস ছুটছে রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশ্যে। খেজুর বাগান, (বর্তমান খামারবাড়ির মোড়) ফার্ম গেট, বাংলা মোটর, ইস্কাটন, শেরাটন, শাহবাগ পেরিয়ে রেসকোস ময়দানের পাশে গিয়ে বাস থামলো। হাজার হাজার মহিলা স্লোগান দিতে দিতে সভাস্থলে ঢুকছেন। কার নেতৃত্বে কোন থানা থেকে জনসভায় যোগদানের জন্য দলগুলো প্রবেশ করছেন সবার জন্য বাঁশ দিয়ে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কাজেই সেখানে বিবাদের কোন অবকাশ নেই। আমাদের বসার জায়গাটা হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মঞ্চের ডান দিকে। আমি আম্মার হাত ধরেই আছি। সে অবস্থায়ই আম্মার পাশে মাটিতে বসে পড়লাম। জনসভায় সবাই অপেক্ষা করছেন কখন আসবেন বঙ্গবন্ধু। হঠাৎ ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো পুরো রেসকোর্স ময়দান। এখনো চোখে ভাসে সেই চিরচেনা সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবীর উপর কালো মুজিব কোট পরিহিত বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে ডান হাত উঁচিয়ে সবাইকে তাঁর আগমন বার্তা জানালেন। আগে পরে কে ভাষণ দিয়েছেন তা মনে নেই, শুধু এটাই মনে আছে ভারী কণ্ঠস্বর ‘আমার ভাই ও বোনেরা’। তারপর ভাষণে যা দিক নির্দেশনা দেয়ার তিনি দিলেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে ঐ ভাষণে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, শিশুর কাছে মায়ের বুকের দুধ যেমন প্রিয়, তেমনি এদেশের মানুষ এ দেশ তাঁর কাছে প্রিয়। ছোট, বড়, গরীব, ধনী সবাই মিলে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিলে আমরা আরো সুন্দর করে দেশটাকে গড়ে তুলতে পারবো। বঙ্গবন্ধু মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওযার পর আমাদের ফেরার পালা। তখনো মায়ের হাত ধরে আছি। লাইন ধরে বাসে উঠার আগে স্বেচ্ছাসেবক লীগরা আমাদের ডাবের পানি পান করিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে ক্ষণিকের দেখা সেই স্মৃতি এখনো অমলীন। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, মহান পুরুষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা।

১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ, গণভবনে তাঁর জন্মদিনে শিশুদের মাঝে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু

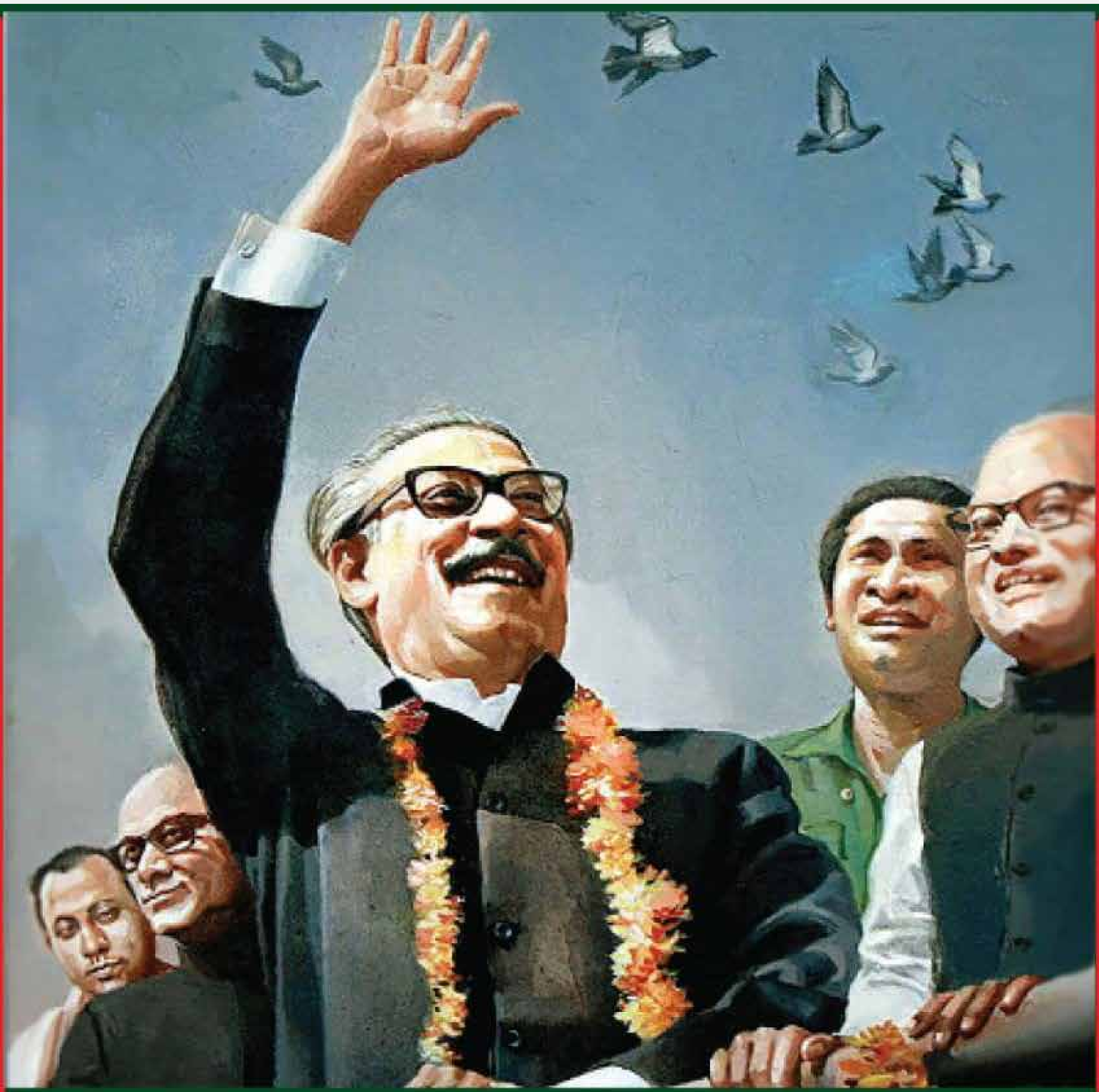

১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয় পূর্ণতা পায়। ১০ জানুয়ারি তিনি ঢাকা পৌঁছানের পর আনন্দে উদ্বেল লাখ লাখ মানুষ বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পর্যন্ত তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানায়। বিকেল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লাখ লোকের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন।

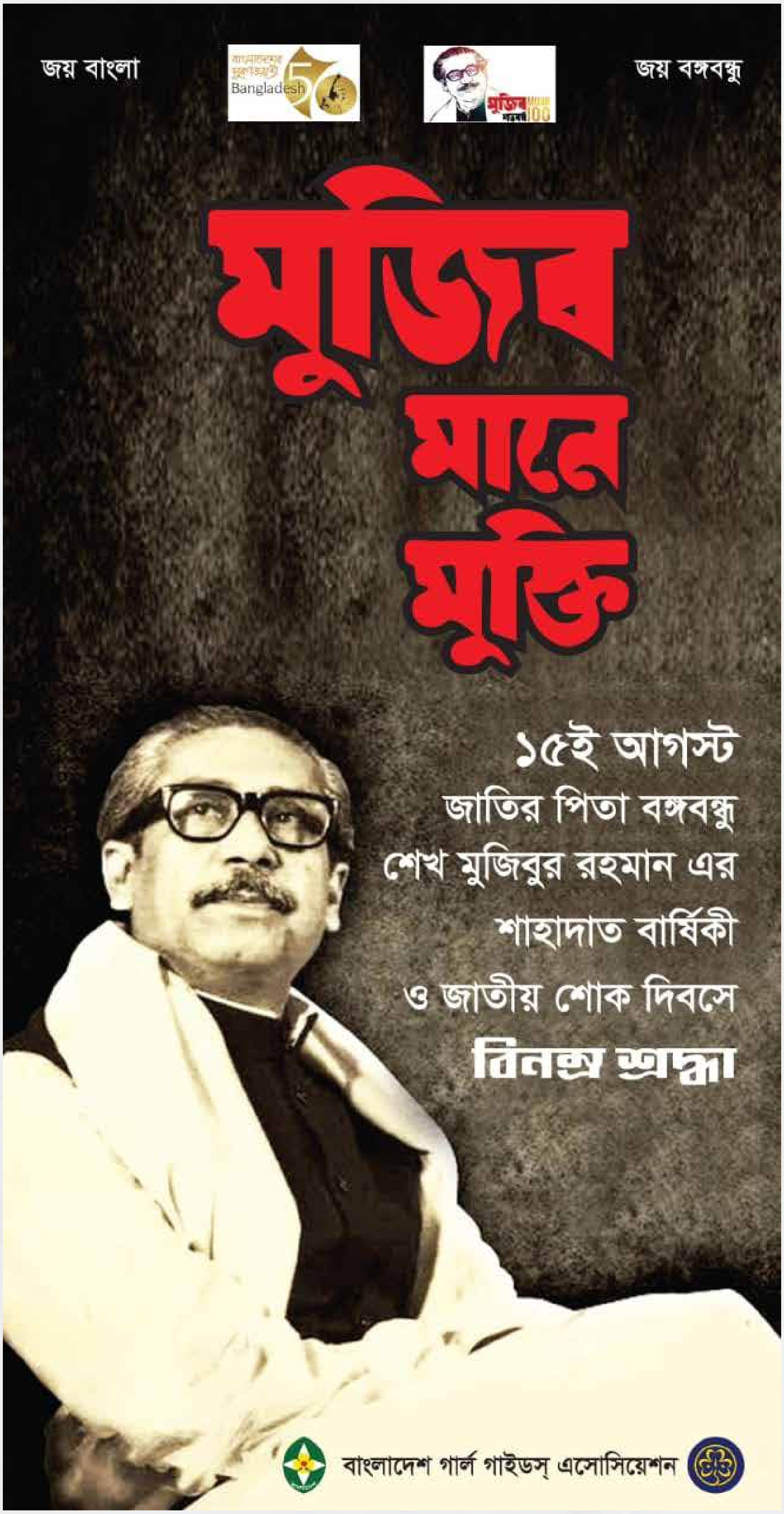
জয় বাংলা
Bangladesh
জয় বঙ্গবন্ধু
মুজিব
মানে
মুক্তি
১৫ই আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাত বার্ষিকী
ও জাতীয় শোক দিবসে
বিনম্র শ্রদ্ধা
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

বাণী চিরন্তনী

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

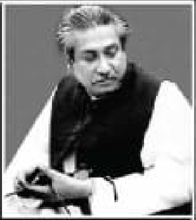

"চরম ত্যাগ স্বীকার ছাড়া
কোন দিন কোন জাতির
মুক্তি আসে না।"

বাণী চিরন্তনী

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

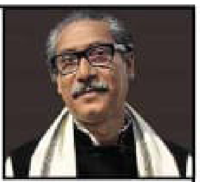

"সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই
আমি অনুরোধ করি,
যাদের অর্থে আমাদের
সংসার চলে তাদের
সেবা করুন।"

বাণী চিরন্তনী

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না
যদি এদেশের মানুষ যারা আমার
যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি
না পায় বা কাজ না পায়।"

বাণী চিরন্তনী

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমি যদি বাংলার মানুষের
মুখে হাসি ফোটাতে না পারি,
আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী,
আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ
পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি
শান্তিতে মরতে পারবো না।"

বাণী চিরন্তনী

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
স্বাধীনতা অর্থহীন।"

বাণী চিরন্তনী

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"মানুষ চায় কী জীবনে?
কেউ চায় অর্থ, কেউ চায় শক্তি,
কেউ চায় সম্পদ, কেউ চায়
মানুষের ভালোবাসা।
আমি
চাই মানুষের ভালোবাসা।"

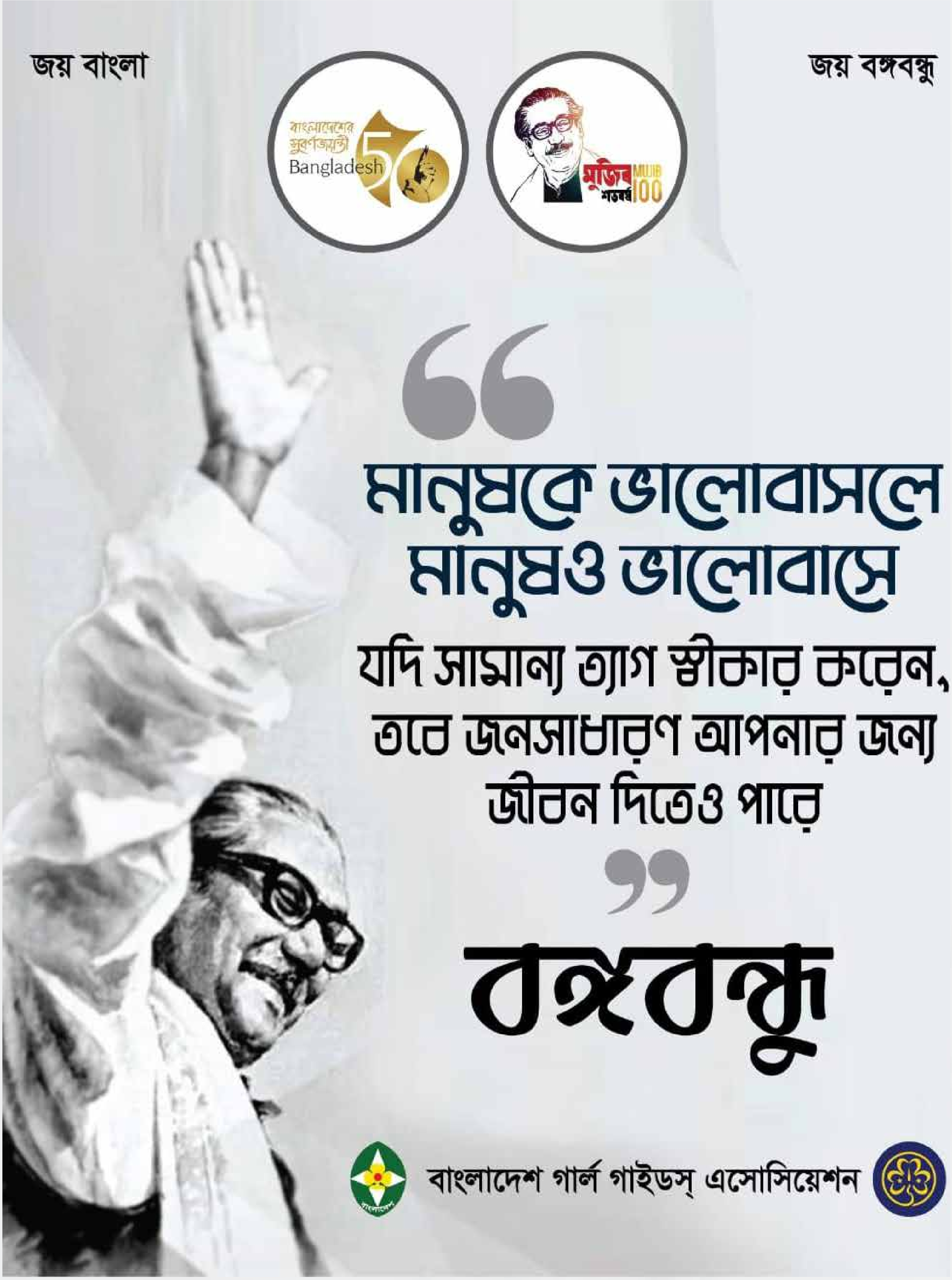
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100
মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে
যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে
বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

১৫ই আগস্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর

শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস

“ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাতাকার মতো দুলতে থাকে **স্বাধীনতা।**”

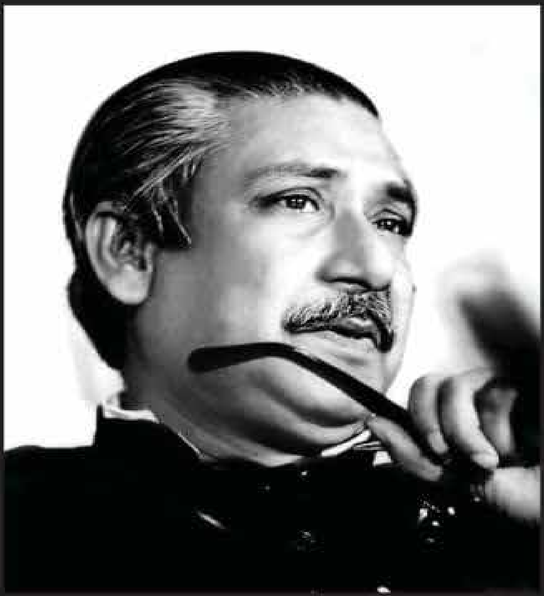

“মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে।”

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

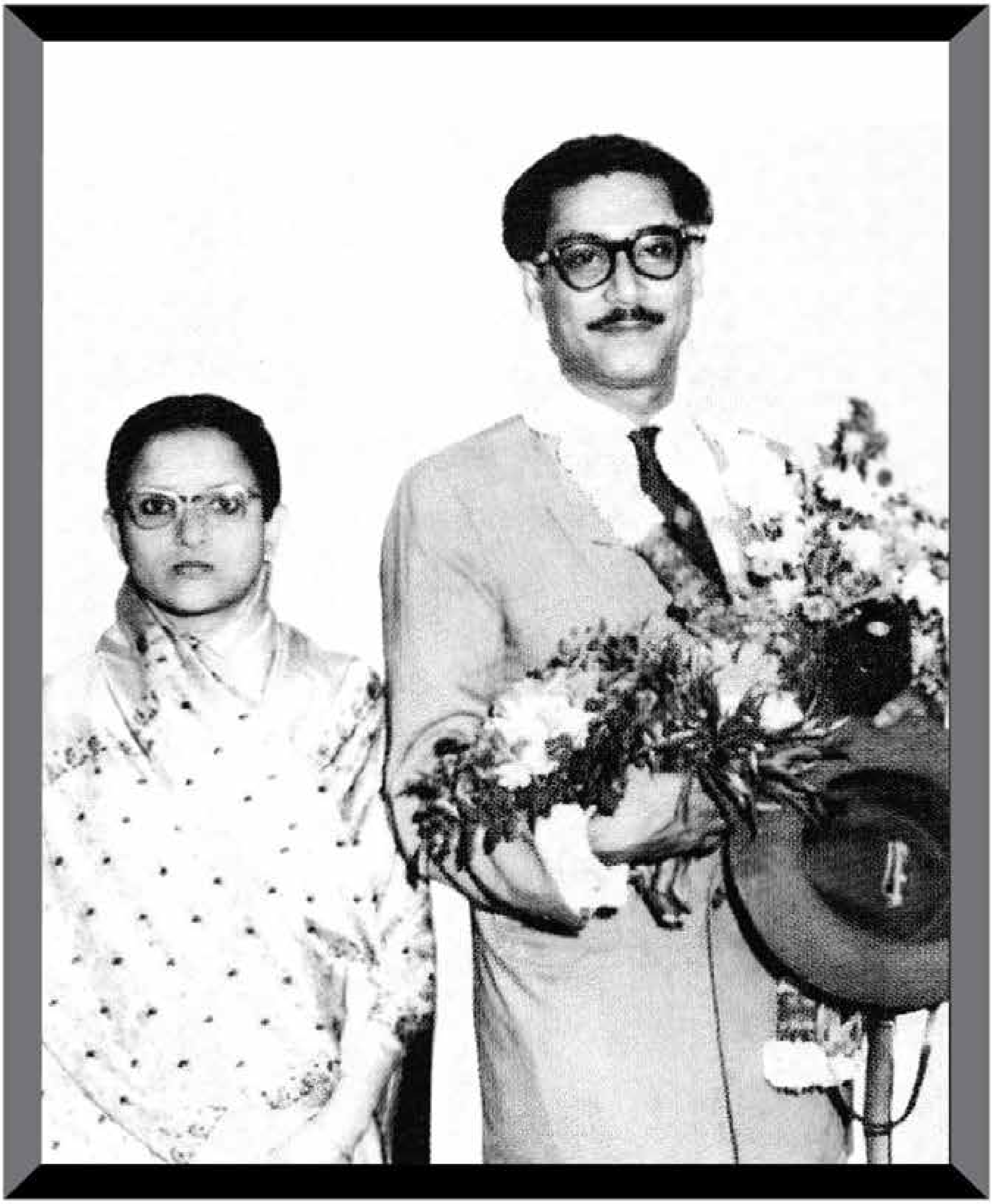

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহুকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিলো রেণু। বাবার নাম শেখ জহুরুল হক ও মায়ের নাম হোসনে আরা বেগম। পারিবারিক সূত্রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। সাদাসিধে সরল মানুষ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের হৃদয় ছিলো বাঙালির প্রতি অগাধ ভালোবাসা। সম্মান, স্নেহ আর মমতা দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গমাতা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে তিনি জাতির পিতার হত্যাকারীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন।

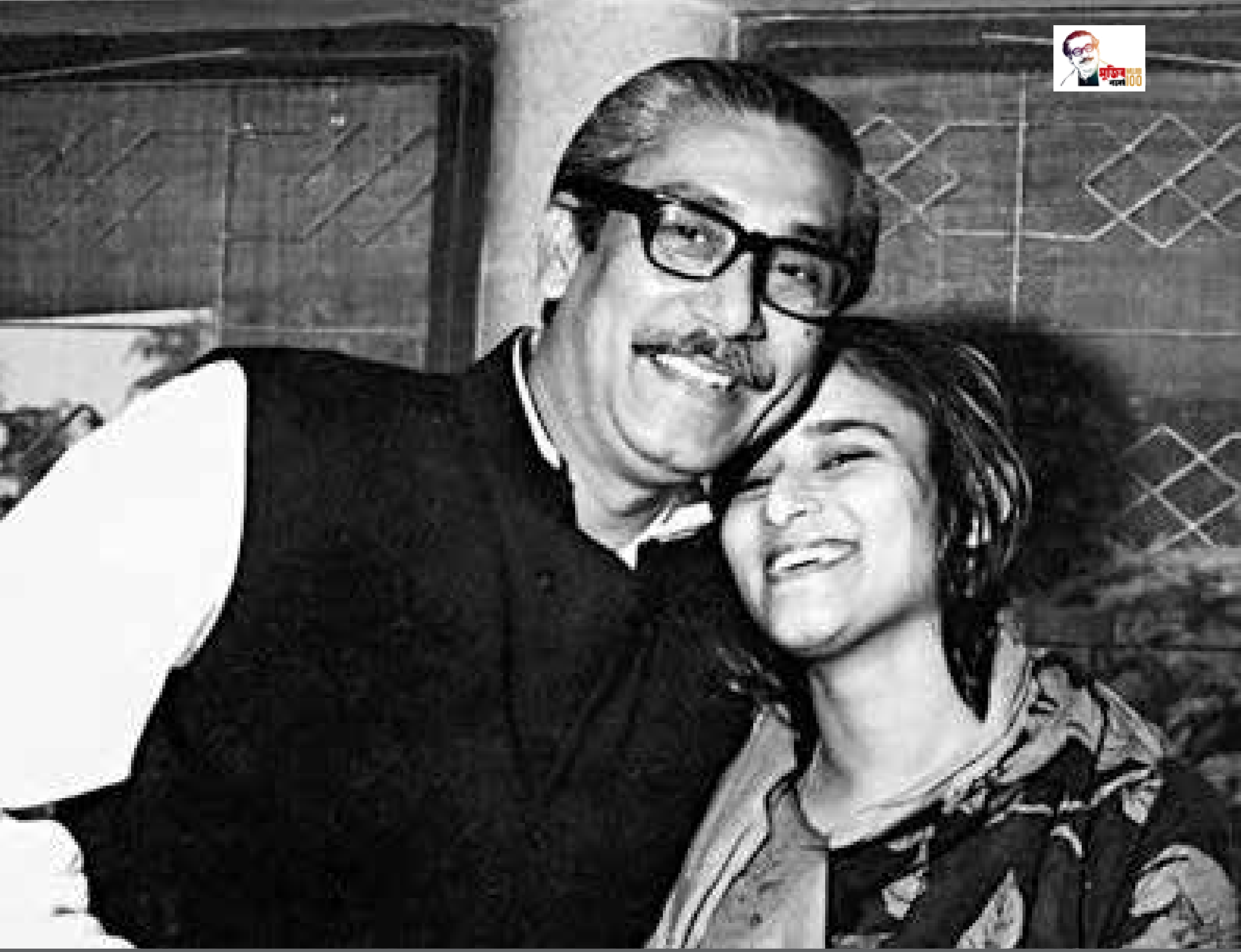

প্রিয় বাবা-মায়ের সাথে বঙ্গবন্ধু

একবার একনাগাড়ে ১৭ থেকে ১৮ মাস কারাগারে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এসময় তাঁর স্বাস্থ্য বেশ খারাপ হয়েছিল। এ অবস্থা দেখে বেগম মুজিব কষ্ট পান। স্বামীকে বলেন, ‘জেলে থাক আপত্তি নেই। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেচে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন... তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে? শুনে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন, ‘খোদা যা করে তাই হবে, চিন্তা করে লাভ কি?

শোকাবহ আগস্ট

শেখ কামাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

শেখ জামাল

সুলতানা কামাল

শেখ রাসেল

শেখ আবু নাসের

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

শেখ ফজলুল হক মনি

পারভীন জামাল রোজী

কর্ণেল জামিল উদ্দিন

শহীদ সেরনিয়াবাত

বেবী সেরনিয়াবাত

বেগম আরজু মনি

আরিফ সেরনিয়াবাত

সুকান্ত বাবু

আবদুল নঈম খান রিন্টু

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ঐতিহাসিক বাড়ি আক্রমণ করে একদল বিপথগামী সেনা সদস্য। নির্মমভাবে হত্যা করে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, রূপকার, প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, জ্যেষ্ঠ পুত্র লেঃ শেখ কামাল ও লেঃ শেখ জামালকে, তাঁদের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল ও পারভীন জামালকে, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই আবু নাসেরকে। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল "মায়ের কাছে যাব" বলে কাঁদছিলো। বাবা, মা ও ভাইদের লাশ দেখিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুনিরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে হিংস্র সেনা সদস্যরা আরো যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাঁরা হলেন, কর্ণেল জামিল, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আবদুল্লাহ, সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নাঈম খান রিন্টু, শেখ ফজলুল হক মণি, বেগম আরজু মণি। ১৫ আগস্ট মিন্টু রোডে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিতজন, পরিচারক, পরিচারিকাসহ অনেককে হত্যা করা হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে ঘাতকের দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নষ্ট করতে চেয়েছিলো।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

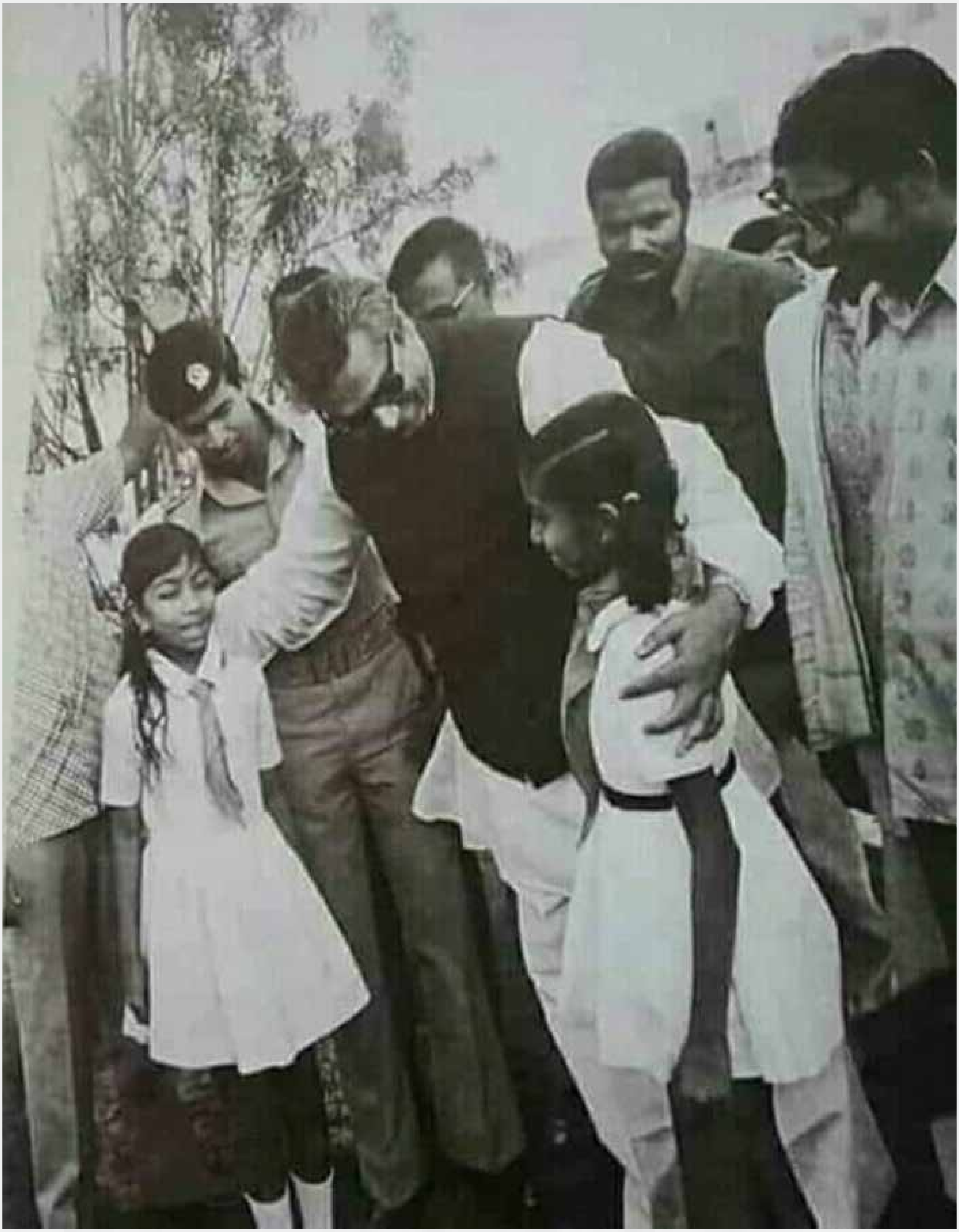

শিশুসুলভ হৃদয়ের বঙ্গবন্ধু সব সময় শিশুদের ভালোবাসতেন

উত্তরা গণভবন, নাটোর

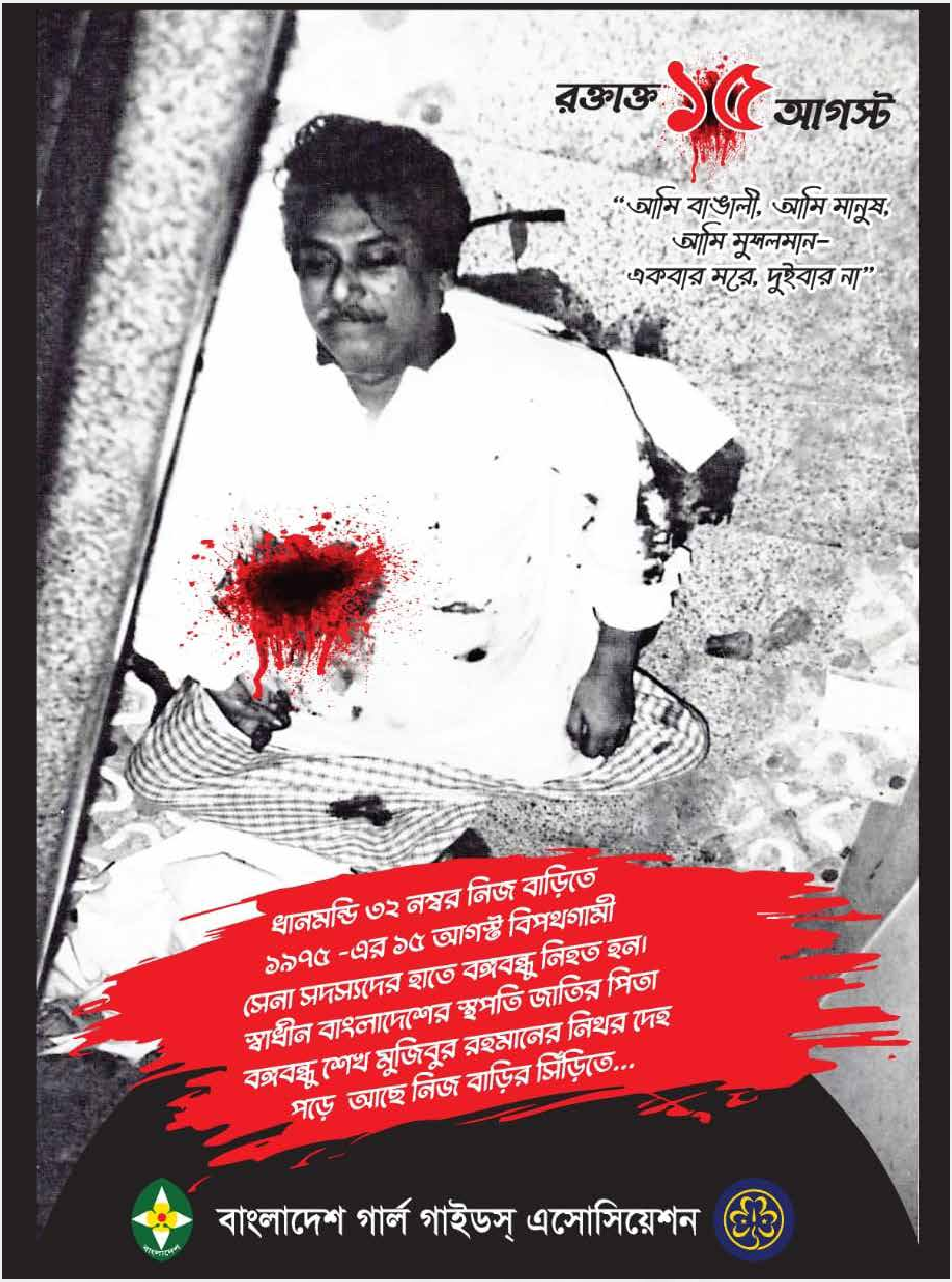
রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট
"আমি বাঙালী, আমি মানুষ,
আমি মুসলমান–
একবার মরে, দুইবার না"
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর নিজ বাড়িতে
১৯৭৫ -এর ১৫ আগস্ট বিপথগামী
সেনা সদস্যদের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হন।
স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিথর দেহ
পড়ে আছে নিজ বাড়ির সিঁড়িতে...
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

ছবি এঁকেছে
সামিয়া জান্নাত আরিবা, হলদে পাখি
চট্টগ্রাম অঞ্চল

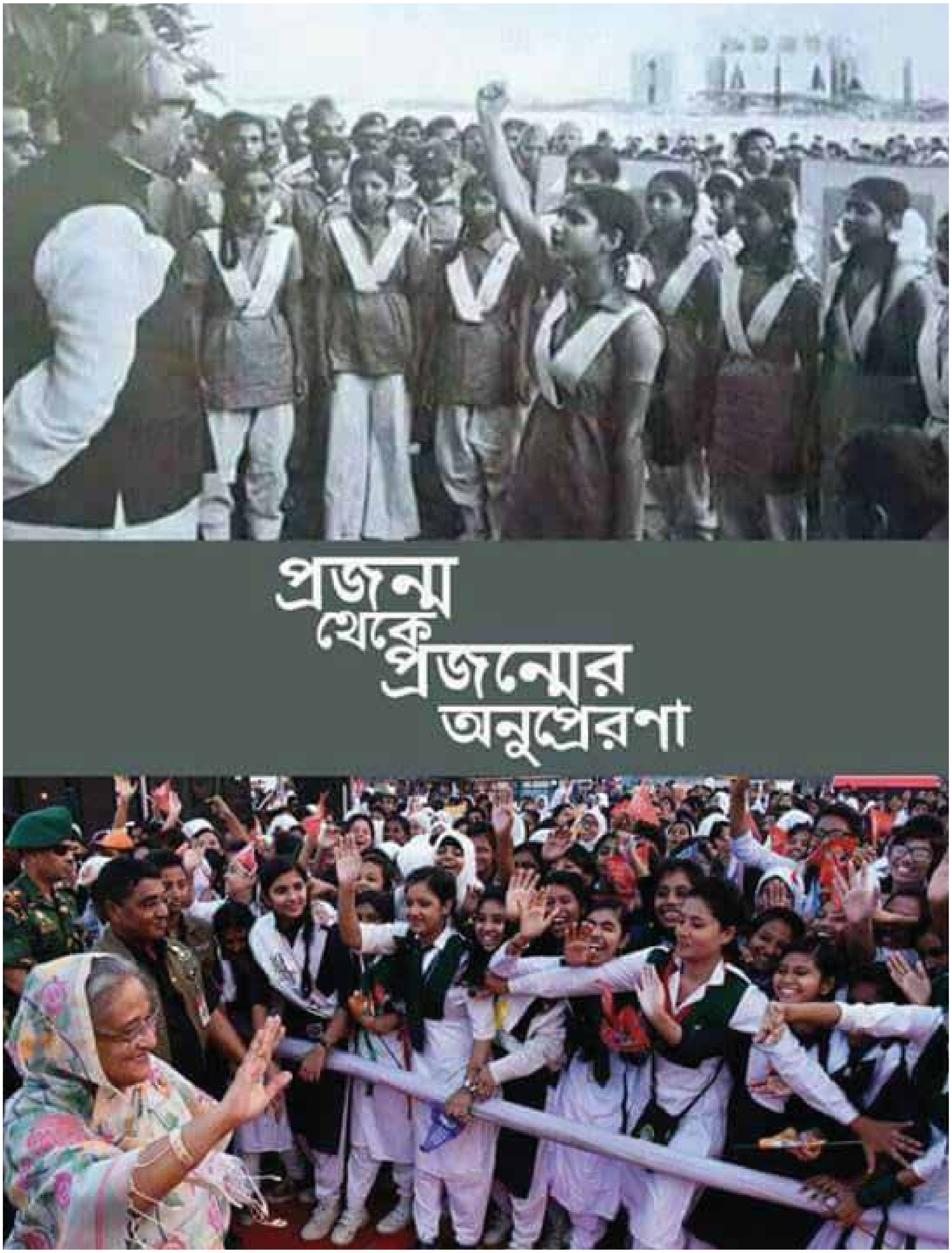

ছবি নেট থেকে সংগৃহিত

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: girlguides.org.bd, ফোন: ৪৮৩১৫৫০১, ৪৮৩১৫৫৯২
ই-মেইল: bgguidesho@gmail.com, ফেসবুক: facebook.com/bggaHQ

মুদ্রণে: মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫